প্রকাশনার ৮২ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ০৭ ❖ ২০ - ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

বিশেষ সংখ্যা

# আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

অ
ক
ঈ
খ
ঝ
ঙ
ং
ছ
গ
এ
ক
অ

বাংলার অহংকার একুশ

মাতৃভাষা বাংলা

মাতৃভাষা দিবসে বাংলাদেশের খ্রিস্টবিশ্বাসীদের ঘিরে কিছু কথা

মাতৃভাষা রক্ষা করা সবারই দায়িত্ব

প্রয়াত ক্লারা ক্লেমেন্টিনা ছেড়াও
আগমন : ৬ মার্চ, ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ
প্রস্থান : ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

# চতুর্থ মৃত্যুবার্ষিকী

## তুমি ছিলে, তুমি আছো, তুমি থাকবে!

তুমি ছিলে আমাদের নিরাপদ আশ্রয়, তোমার কোল ছিল অভয়াশ্রম। তাইতো তোমাকে নিয়ে যখন ভাবি, শূন্যতায় বুকটা ভারী হয়ে ওঠে। তোমার উপস্থিতিই ছিল আমাদের অনুপ্রেরণা এবং জীবন চলার পাথেয়। তোমার নীরব সেবা, গভীর আধ্যাত্মিকতা, ধৈর্যশীলতা, শান্তিময়তা, ভালবাসাময় স্পর্শ সবই তো প্রতিনিয়ত অনুভব করি। সবই চলছে আগের মতোই। কিন্তু তুমি তো নেই। তোমার সহানুভূতিপূর্ণ ভালবাসা, আদর-যত্ন, প্রতিনিয়ত সবার প্রতি বিশেষ যত্ন-আর কে নেবে? তুমি তো নেই, রইলাম শুধু আমরা। আমাদের স্মৃতিতে জীবনের প্রতি পদক্ষেপেই তুমি স্মরণীয়, বরণীয় এবং আমাদের চলার পথের আদর্শ ও শক্তি। তুমি আমাদের আশীর্বাদ করো যেন আমাদের চলার পথ সুগম হয়। বিশেষ করে বর্তমান পরিস্থিতিতে সবাই যেন তোমার পদাঙ্ক অনুসরণ করে ঈশ্বর নির্ভরশীল হতে পারি ও একাত্মতায় জীবন চালাতে পারি।

*তোমারই শোকাহত আমরা–*

**যোনাথন, জেইভান, জিয়ানা, ড্যানিয়েলা, ইথান, নাথান, জোভানা, এথেনা, ভিয়ান, ডিলেন, জয়েস, সিস্টার মেরী জেনিফার এসএমআরএ, টনি, লিমা-ডেভিড, মার্টিন-লিজ, জনি-জ্যোতি, মার্ভিন, ঝুমা-ফেবিয়ান, শেলী-নূপুর, সিস্টার মেরী প্রণতি এসএমআরএ, দিলিপ-কনিকা, কানন-ষ্টিফেন, মনিকা-অনিল, সিস্টার মেরী দীপ্তি এসএমআরএ ও সুব্রত-রেনু।**

হারবাইদ, গাজীপুর।

বিজ্ঞ/৫৬/২০২২

---

**প্রয়াত মনাই বার্নাড পেরেরা**
জন্ম: ১৮ আগস্ট ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
সাভার, ঢাকা

# প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী

পরম করুণাময়ের ইচ্ছায় তুমি তোমার সাজানো সংসার, সন্তান এবং অসংখ্য আত্মীয়-স্বজনদের শোক সাগরে ভাসিয়ে চলে গেছো না ফেরার দেশে।

আমাদের দাদু 'মনাই বার্নাড পেরেরা' ১৮ আগস্ট ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে ধরেন্ডা ধর্মপল্লীর ধরেন্ডা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা যোসেফ পেরেরা এবং মাতা বির্জীনা পালমা। তারা ছিলেন আট ভাই ও এক বোন। তিনি ধরেন্ডা মিশন প্রাইমারী স্কুল থেকে পড়াশুনা করেন। তারপর পরিবারের অবস্থা খারাপ থাকায় জমিতে বাবা-মার সাথে কৃষিকাজে যুক্ত হতে হয়েছে। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে মাত্র ১৯ বছর বয়সে তেরেজা কস্তার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তারপর এইভাবে কৃষক হয়ে কৃষিকাজ করে সংসার জীবন চলছিল। তিন ছেলে ও চার মেয়ে সন্তানের বাবা তিনি। দাদু হারমোনিয়াম বাজাতে পারদর্শী ছিলো। তিনি তপস্যাকালে কষ্টের গান এবং সাধু আন্তনি দলের গায়ক ছিলেন। তিনি ছিলেন ঈশ্বরভক্ত ও অতি সহজ-সরল একজন লোক। তিনি দীর্ঘ ৮ বছর ব্লক পরিচালনা করেন। তিনি ছিলেন সাধু আন্তনীর ভক্ত। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় জপমালার প্রার্থনা ও ঘুম থেকে উঠে এবং ঘুমানোর আগে প্রার্থনা করা ছিল তার অভ্যাস।

হঠাৎ ২০২১ খ্রিস্টাব্দের ৯ ফেব্রুয়ারিতে তিনি ব্রেইন স্ট্রোক করে হাসপাতালে চিৎসাধীন ছিলেন এবং দীর্ঘ ১০ দিন পর হাসপাতাল ত্যাগ করেন। তার দুই দিন পর বাড়িতে অর্থাৎ ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রিস্টাব্দের এই দিনে ৫৯তম বিবাহ বার্ষিকীতে আমাদের সবাইকে কাঁদিয়ে বিদায় নিলেন। তিনি ৭৮ বছর বয়সে ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দেন। তার ইচ্ছানুসারে নিজ গ্রামে ও নিজ মিশনে তাকে সমাধিস্থ করা হয়। ঈশ্বর তার ভক্ত সেবককে চিরশান্তি দান করুক।

*পরিবারের পক্ষ হতে*
**নাতি: অরন্য পেরেরা**

বিজ্ঞ/৫৮/২০২২

সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮২, সংখ্যা : ০৭
২০ - ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ
৭ - ১৩ ফাল্গুন, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

সম্পাদকীয়

# বাংলা ভাষা আমার অহংকার, মাতৃভাষা হোক অলংকার

ভাষা মানুষের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করে ও ভাবের আদান-প্রদান ঘটায়। একজন শিশু জন্মের পরপরই পিতামাতার কাছ থেকে যে ভাষা শিখে তাই তার মাতৃভাষা। মা-মাটির মতো মাতৃভাষাও একজন ব্যক্তির কাছে অতি প্রিয় ও আদরণীয়। ভাষাই মানুষকে মানুষ করে তোলে। ভাষার কারণেই মানুষ প্রাণীকূল থেকে নিজেকে আলাদা করতে পারে। মানুষের যখন ভাষা ছিল না, তখন মানুষ ও পশুর সঙ্গে তেমন একটা পার্থক্য ছিল না। মানুষের ব্যক্তিজীবন, সমাজজীবন ও জাতীয় জীবনের বিকাশ ঘটে ভাষার মাধ্যমে। কৃষ্টি-সংস্কৃতির বড় অংশ এই ভাষা এবং একইসাথে মানুষের এক অমূল্য সম্পদ ভাষা। বাঙালির এই অমূল্য সম্পদের উপর যখন আঘাত আসে তখন বাংলার ছাত্র-জনতা ফুঁসে ওঠে। পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর অন্যায় নির্দেশ ‘উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা’ - মেনে নিতে পারেনি সচেতন ছাত্র সমাজ। তারা উপলব্ধি করে ভাষার উপর আঘাত মানে নিজের অস্তিত্বের উপর আঘাত। ধর্মের লেবাশ দেখিয়ে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানকে নিয়ে এক পাকিস্তান গড়া গেলেও ভাষার উপর আঘাত আসলে তা ভেঙ্গে পড়ে। নিজ ভাষার মান রক্ষা এবং যথার্থ মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারিতে বাংলার দামাল ছেলেরা বুকের রক্তে রঞ্জিত করেছিলেন ঢাকার রাজপথ। পৃথিবীর ইতিহাসে সৃষ্টি হয়েছিল মাতৃভাষার জন্য আত্মদানের অভূতপূর্ব নজির। মাতৃভাষার জন্য বাঙালির আত্মত্যাগকে সম্মান ও স্বীকৃতি দিয়ে ইউনেস্কো ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে। বাংলাদেশ, ভারতের পশ্চিম বঙ্গ, আসামসহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ২৭ কোটি মানুষ বাংলাতে কথা বলে বাংলা ভাষাকে অনন্য মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন। বাঙালির অন্যতম গৌরব ও অহংকারের বিষয় তার ভাষা, যার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতেও কার্পণ্য করেনি বাঙালি। পৃথিবীতে এমন নজির খুব একটা নেই।

১৯৫২ থেকে ২০২২ খ্রিস্টাব্দ, দীর্ঘ পথচলা। ভাষা আন্দোলন থেকে ‘শহীদ দিবস’, তারপর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মর্যাদা অর্জন। বাংলা ভাষার সঙ্গে বাংলাদেশের মর্যাদাকে নতুন করে সমুন্নত করেছে এই আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি। ভাষার জন্য ভালোবাসা ও ত্যাগের দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করায় বিশ্ববাসী বাঙালিদের সম্মানিত করেছে ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা করে। তাই মাতৃভাষা বাংলাকে গৌরবের আসনে রাখতে হলে আমাদেরও কিছু করণীয় রয়েছে। পূর্বপুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বাংলা ভাষাকে প্রকৃতভাবে ভালবাসতে হবে ও শুদ্ধভাবে তা চর্চা করতে হবে। বাংলা ভাষার ইতিহাস ও ব্যাকরণ জানার ব্যবস্থা করা দরকার। তথ্য-প্রযুক্তির জন্য বাংলা ভাষাকে উপযোগীকরণের ব্যবস্থা নেওয়া। বাংলা ভাষাকে আন্তর্জাতিক মহল যেমনি সম্মানিত করেছে আমাদেরও দায়িত্ব রয়েছে অন্য ভাষাকে যথাযথ সম্মান করার। মাতৃভাষা রক্ষা, লালন, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মাতৃভাষাকে সম্মান ও মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যারা অকাতরে জীবন উৎসর্গ করেছেন, তাদেরকে বিনম্র শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতায় স্মরণ করি।

শুদ্ধভাবে ভাষা চর্চা ও সকলের মাতৃভাষাকে সম্মান করে ভাষা শহীদদের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে পারি। ভাষার বিবর্তন স্বাভাবিক ধারা হলেও আমাদের মাতৃভাষাকে যেন ‘বাংলিশ’ এ রূপান্তরিত না করি। অন্য ভাষায় দক্ষতা অর্জন করা ভাল কিন্তু মাতৃভাষাকে অবহেলা না করে। অন্যের মাতৃভাষা শিখতে আমরা যতটা যত্নশীল নিজের মাতৃভাষা শিখতে কি ততটা যত্নশীল! যারা ভাষা শিক্ষাদানে দায়িত্বপ্রাপ্ত তারাও অসচেতন মাতৃভাষাতে দক্ষতা অর্জনে। বিদ্যালয়গুলোর পাঠ্যপুস্তক খুললে শিশুদের জন্য ভুল বানান আর ভুল বাক্যের ছড়াছড়ি দেখতে পাই। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের অধিকাংশ শিক্ষকেরই নেই প্রমিত বাংলা উচ্চারণ দক্ষতা। ফলে আমাদের নতুন প্রজন্ম বিদ্যাপীঠ থেকে ভুল উচ্চারণ ও ভুল বানানে মাতৃভাষা শিখছে। অধিকন্তু মিডিয়াতে বিকৃত উচ্চারণে চৌকস উপস্থাপনায় অনুষ্ঠান পরিচালনা শিশু-কিশোরদেরকে মাতৃভাষা ভুল ভাবে শিখাচ্ছে। তাই বাংলা ভাষার শুদ্ধ উচ্চারণ, ব্যাকরণ নীতি ব্যবহার খুবই জরুরী। সেইসাথে বাংলা ভাষাকে কোনরূপ বিকৃতি কিংবা অশুদ্ধভাবে উপস্থাপন থেকে বিরত থাকতে হবে।

আমরা বাংলাাদেশের খ্রিস্টান সমাজ ও মণ্ডলী ভাষার ক্ষেত্রে কি করছি! নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর ভাষা সংরক্ষণে ও সম্প্রসারণে বাংলাদেশ মণ্ডলীর পৃষ্ঠপোষকতা লক্ষ্যণীয়। তবে সার্বিকভাবে স্বভাষায় ধর্মীয় জ্ঞান, সাহিত্য, শিক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে আমরা খ্রিস্টানগণ অনেকটা গরীব। নিজেদের মাতৃভাষায় খ্রিস্ট ধর্মীয় ভাল কোন অভিধান, সংস্কৃতি-পুস্তক, ঐশবিদ্যা, মাণ্ডলীক আইন প্রভৃতি বই নেই। নিজেদের মুক্তকোষ, বিশ্বকোষ, ইতিহাস প্রভৃতি বই লিখতে ও সংরক্ষণ করার কাজ এখনই শুরু করতে হবে। বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে অনেক অর্থ ব্যয় করা হয়। ঠিক একইভাবে ভাষা ও সাহিত্য-সংস্কৃতি উন্নয়নের জন্যও সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নের জন্য যথেষ্ট অর্থ সংকুলান করা হোক। ✝

কিন্তু তোমরা যারা শুনছো, আমি তোমাদের বলছি, তোমরা তোমাদের শত্রুদের ভালবাস; যারা তোমাদের ঘৃণা করে, তাদের উপকার কর। - **লুক ৬:২৭**

**সম্পাদক**
ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

**সম্পাদকীয় বোর্ড**
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

**সহযোগিতায়**
সুনীল পেরেরা
শুভ পাস্কাল পেরেরা
ডেভিড পিটার পালমা
ছনি মজেছ রোজারিও

**প্রচ্ছদ পরিকল্পনা**
ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

**প্রচ্ছদ ছবি**
সংগৃহীত, ইন্টারনেট

**সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন**
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

**বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স**
দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

**মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং**
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

**চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক**
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
**E-mail :**
wklypratibeshi@gmail.com
**Visit:** www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার
ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

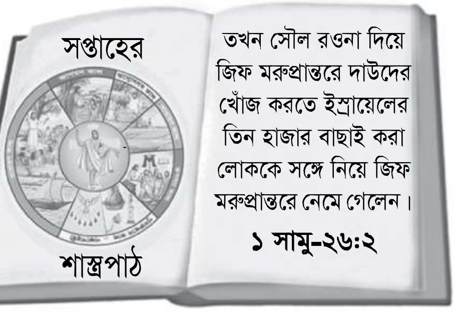

সপ্তাহের শাস্ত্রপাঠ

তখন সৌল রওনা দিয়ে
জিফ মরুপ্রান্তরে দাউদের
খোঁজ করতে ইস্রায়েলের
তিন হাজার বাছাই করা
লোককে সঙ্গে নিয়ে জিফ
মরুপ্রান্তরে নেমে গেলেন।

১ সামু-২৬:২

## কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ
## ২০ - ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

**২০ ফেব্রুয়ারি, রবিবার**

১ সামু ২৬: ২, ৭-৯, ১২-১৩, ২২-২৩, সাম ১০৩: ১-৪, ৮, ১০, ১২-১৩, ১ করি ১৫: ৪৫-৪৯, লুক ৬: ২৭-৩৮

**২১ ফেব্রুয়ারি, সোমবার**

যাকোব ৩: ১৩-১৮, সাম ১৯: ৭-৯, ১৪, মার্ক ৯:১৪-২৯

**২২ ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার**

১ পিতর ৫: ১-৪, সাম ২২: ১-৬, মথি ১৬: ১৩-১৯

**২৩ ফেব্রুয়ারি, বুধবার**

সাধু পলিকার্প, বিশপ ও ধর্মশহীদ, স্মরণদিবস
যাকোব ৪: ১৩-১৭, সাম ৪৯: ১-২, ৫-১০, মার্ক ৯: ৩৮-৪০
অথবা সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:
প্রত্যাদেশ ২: ৮-১১; অথবা ২ মাকাবীয় ৬: ১৮, ২১, ২৪-৩১
সাম ৩১: ১কখ, ২গঘ, ৫, ৬খ, ৭ক, ২০কখ, যোহন ১৫: ১-৮

**২৪ ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার**

যাকোব ৫: ১-৬, সাম ৪৯: ১৬-১৯, ১৩-১৫, মার্ক ৯: ৪১-৫০

**২৫ ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার**

যাকোব ৫: ৯-১২, সাম ১০৩: ১-৪, ৮-৯, ১১-১২, মার্ক ১০: ১-১২

**২৬ ফেব্রুয়ারি, শনিবার**

**যাকোব ৫: ১৩-২০, সাম ১৪১: ১-৩, ৮, মার্ক ১০: ১৩-১৬**

## প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

**২০ ফেব্রুয়ারি, রবিবার**

+১৯৯৭ সি. পাস্কাল, এসএসএমআই (ময়মনসিংহ)

**২১ ফেব্রুয়ারি, সোমবার**

+ ১৯৯৬ সি. থিওডোরা চেম্পালিল, এসসি (ঢাকা)

**২২ ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার**

+ ২০০৬ সি. কামিল্লা আন্দ্রেয়লা, এসসি (রাজশাহী)

**২৩ ফেব্রুয়ারি, বুধবার**

+ ২০১৯ সি. মেরী এথেরিল্ডা ডি'রোজারিও, আনএনডিএম (ঢাকা)

**২৪ ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার**

+ ১৯৫৪ সি. এম. কনডিইড, আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৫৯ ফা. উইলিয়াম মারফি, সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ২০১৬ বিশপ মাইকেল অতুল ডি' রোজারিও (খুলনা)

**২৬ ফেব্রুয়ারি, শনিবার**

ধন্যা কুমারী মারীয়ার স্মরণে খ্রীষ্টযাগ
+ ১৯২৫ ফা. এমিল লাফন্ড, সিএসসি

## ধারা-৩

## খ্রীষ্টপ্রসাদ সংস্কার

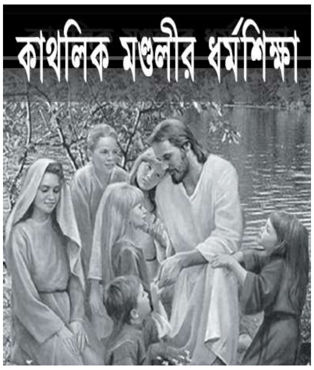

**১৩৫০:** অর্ঘ্য-নিবেদন (অর্পণ)। তারপর কোন কোন সময় শোভাযাত্রা করে রুটি ও দ্রাক্ষারস বেদীতে আনা হয়; এগুলো যাজকের মাধ্যমে খ্রীষ্টের নামে অর্পিত হবে খ্রীষ্টপ্রসাদীয় যজ্ঞনিবেদনে, যেখানে তা খ্রীষ্টের দেহ ও রক্তে পরিণত হবে। এই যজ্ঞনিবেদন শেষভোজে সম্পাদিত স্বয়ং খ্রীষ্টেরই আপন কাজ- "রুটি ও পানপাত্র হাতে নিয়ে।" "মাত্র খ্রীষ্টমণ্ডলীই সৃষ্টিকর্তার কাছে এই পবিত্র বলি অর্পণ করে, যখন সৃষ্টি থেকে নেয়া সামগ্রী সে ধন্যবাদের সঙ্গে অর্পণ করে।" বেদীতে উপহার-সামগ্রীর এই উৎসর্গ মেলকিসেদেকের উৎসর্গকে অনুকরণ করে এবং খ্রীষ্টের হতে সৃষ্টিকর্তার দানসামগ্রী অর্পণ করা হয় যিনি, তাঁর বলিদানে, যজ্ঞনিবেদনের সকল মানবীয প্রচেষ্টাকে পূর্ণতা দান করেন।

**১৩৫১:** সেই প্রথম থেকেই খ্রীষ্টভক্তগণ খ্রীষ্টপ্রসাদীয় অনুষ্ঠানের জন্য ও দ্রাক্ষারস নিয়ে আসত, আর তার সঙ্গে নিয়ে আসত অভাবীদের সঙ্গে সহভাগিতা করার জন্য অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী। দান-সংগ্রহের যথার্থ প্রথাটি খ্রীষ্টের আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত, যিনি আমাদের ধনবান করার জন্য নিজে দরিদ্র হলেন। যারা স্বচ্ছল, এবং যারা ইচ্ছুক, তারা প্রত্যেক স্বাধীনভাবে দান করে। সংগৃহীত দান অনুষ্ঠান-পরিচালককে দেওয়া হয় যিনি অনাথ, বিধবা, যারা অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে সম্পদ থেকে বঞ্চিত, বন্দী, অভিবাসী, এক কথায়, অভাবগ্রস্তদের সাহায্যার্থে পরিচালনার কাজে নিয়োজিত।

**১৩৫২:** যজ্ঞনিবেদনের প্রার্থনাগুচ্ছ (Anaphora): খ্রীষ্টপ্রসাদীয় প্রার্থনা-কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ও উৎসর্গীকরণের প্রার্থনার-মধ্যদিয়ে আমরা অনুষ্ঠানের প্রাণকেন্দ্রে ও শীর্ষস্থানে এসে উপনীত হই:

ধন্যবাদিকা-স্তুতিতে (Preface) খ্রীষ্টমণ্ডলী খ্রীষ্টের মাধ্যমে, পবিত্র আত্মার সংযোগে, পিতাকে তাঁর সকল কাজ, অর্থাৎ সৃষ্টি, মুক্তি ও পবিত্রকরণের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে। এভাবে সমবেত গোটা ভক্তসমাজ স্বর্গীয় মণ্ডলী, স্বর্গদূতগণ ও সাধু-সাধ্বীগণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে ত্রি-পুণ্যাধীশ ঈশ্বরের অবিরাম মহিমা গান করে।

**১৩৫৩:** পবিত্র আত্মার আবাহন (Epiclesis) প্রার্থনায় খ্রীষ্টমণ্ডলী পিতার কাছে অনুনয় করে রুটি ও দ্রাক্ষারসের উপর তাঁর পবিত্র আত্মাকে (অথবা তাঁর আশীর্বাদের শক্তি) প্রেরণ করার জন্য, যাতে তাঁর শক্তিতে এগুলো যীশু খ্রীষ্টের দেহ ও রক্তে পরিণত হয় এবং যাতে এই খ্রীষ্টপ্রসাদীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীগণ এক দেহ ও এক আত্মা হয়ে ওঠে (কতিপয় ঔপাসনিক ঐতিহ্য পবিত্র আত্মার আবাহন 'ত্রাণকর্মের স্মারক-প্রার্থনার' পরে করা হয়)।

**১৩৫৪:** ত্রাণকর্মের স্মারক-প্রার্থনায়' খ্রীষ্টমণ্ডলী যীশু খ্রীষ্টের যাতনাভোগ, পুনরুত্থান ও মহিমময় পুনরাগমন স্মরণ করে; খ্রীষ্টমণ্ডলী পিতার কাছে তাঁর পুত্রের আত্মবলিদান উপস্থিত করে যা তাঁর সঙ্গে আমাদের পুনর্মিলিত করে।

# বাংলার অহংকারঃ একুশ

## তেরেজা তপতী রোজারিও

পাকিস্তান ছিল ২টি অংশে বিভক্ত এবং দু'টো অংশের মাঝে দূরত্ব প্রায় ১ হাজার কি.মি। একটির নামকরণ করা হলো পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) এবং অপরটির নাম পশ্চিম পাকিস্তান (বর্তমান পাকিস্তান) মাঝখানে ভারত। পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে আকারে ছোট হলেও এর লোকসংখ্যা ছিল প্রায় ৬ গুণ বেশী। অথচ দুঃখের বিষয় দেশের শাসন ব্যবস্থা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানীদের হাতে। বৈদেশিক বাণিজ্যের সত্তর ভাগ ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের হাতে। ওদের ভাষা ছিল উর্দু এবং পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা ছিল বাংলা। সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো দেশের রাষ্টীয় কাজে কোন ভাষাটি অফিস আদালতের জন্যে ব্যবহার হবে এ নিয়ে পশ্চিমা কুচক্রী শাসক গোষ্ঠির প্ররোচনায় উর্দু সংখ্যাগরিষ্ঠদের ভাষা রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা দেয়া হলো। সংখ্যাগরিষ্ঠদের ভাষা (পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা) বাংলা হলেও এ ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা কেন করা হলো না, এ নিয়ে শুরু হলো ১৯৫২'র ভাষা আন্দোলন। সারা পূর্ব পাকিস্তানে এই আন্দোলনের শ্লোগান ছিল "রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।"

দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ গোষ্ঠির ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষা স্বীকৃতি না দিয়ে সংখ্যালঘিষ্ঠ জনগণের ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা দেয়ার নজির অন্য কোন দেশে নেই। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে দেশ বিভাগের পর পাকিস্তানের নতুন গভর্ণর জেনারেল হলেন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। নবগঠিত রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতা কুক্ষিগত থাকল পশ্চিম পাকিস্তানের কতিপয় উর্দুভাষী শাসকের হাতে। পূর্ব পাকিস্তান ছিল বাঙালি অধ্যুষিত এলাকা বা অঞ্চল। পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠি প্রথম থেকেই এক ধরনের উপনিবেশিক মানসিকতায় রাষ্ট্র পরিচালনা করতে শুরু করে। এর ফলে পূর্ব বাংলার জনগণ শোষণ ও অবিচারের শিকার হয়। পূর্ব বাংলার বাঙালি জনগোষ্ঠির ছিল স্বকীয় ভাষা, সংস্কৃতি, আচার-ব্যবহার, অর্থনীতি ও ঐতিহ্য।

বাঙালির প্রতি (পূর্ববাংলার) বৈষম্যের প্রথম প্রকাশ ঘটে ভাষার প্রশ্নে। নবগঠিত রাষ্ট্রের জন্য প্রথম প্রয়োজন ছিল রাষ্ট্রভাষার। পাকিস্তানের শতকরা ৫৬ ভাগ জনগণ বাংলা ভাষা-ভাষী হলেও পশ্চিমা শাসকগণ উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার ব্যাপারে উদ্যোগী হন। যা পূর্ব বাংলার জনগণ মেনে নেয়নি। উর্দু ছিল পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার মাত্র মানুষের ভাষা। ফলে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে আন্দোলন শুরু হয়। এটা ভাষা আন্দোলন নামে পরিচিত। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি এ আন্দোলনের চূড়ান্ত রূপ প্রকাশ পায়। পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি সব সময়ই পশ্চিম পাকিস্তানের ছিল অবজ্ঞা, ঘৃণা ও শাসনের শিকলে আবদ্ধ রাখার লিপ্সা। তাদের উপনিবেশবাদি দৃষ্টিভঙ্গি ও উদ্ধত আচরণে প্রথম থেকেই বাঙালির মনপ্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে গিয়েছিল। যা দিন দিন আরো চরম পর্যায়ে যেতে থাকে। পাকিস্তানী দোসরদের প্রথম ফন্দি ছিল আমাদের মুখের ভাষা কেড়ে নেওয়া, দুর্নীতিযুক্ত অর্থনীতি ও তাদের সংস্কৃতি আমাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া। যাতে করে তারা এদেশের মানুষকে সম্পূর্ণরূপে তাদের পায়ের নিচে রেখে পদদলিত করতে পারে। পাকিস্তানের তৎকালীন রাষ্ট্রপ্রধান কায়েদে আজম মুহম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকায় এসে এক সমাবেশে বক্তৃতাকালে বলেন, Urdu and Urdu will be the state Language of Pakistan, তৎক্ষণাৎ ছাত্রদের প্রতিবাদের ঝড় ওঠে No, no, it can't নব ছাত্রসমাজের তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদে শাসকগোষ্ঠি বুঝতে পারে যে, বাঙালি রুখে দাঁড়াবে। তারা ষড়যন্ত্র আটতে থাকে বাঙালির বিরুদ্ধে। তারা পাশবিক শক্তি দিয়ে এই প্রতিবাদকে দমনের চেষ্টা করে। এদিকে ঢাকা মেডিকেল ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মিটিং আহ্বান করে এবং এই আন্দোলনকে সফলতার দিকে নিয়ে যেতে থাকে। আগে থেকেই ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল ফেব্রুয়ারির ২১ তারিখে মিছিল ও প্রতিবাদ সভা হবে। ষড়যন্ত্রকারিরা এটা জেনেই ঠিক ২০ তারিখের মধ্যে সিদ্ধান্ত নেয় যে, ২১ তারিখে ১৪৪ ধারা জারি করা হবে এবং তা চলবে একমাস ব্যাপী। ২০ ফেব্রুয়ারি রাতে ছাত্রমহলের সভা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় গোপনে আহূত হয়। এই সভায় ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করবে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ সকাল থেকেই শুরু হয়ে যায় মিছিল, ঢাকার রাজপথে ধ্বনিত হয় রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই শ্লোগানে। মিছিলটি প্রাদেশিক ভবন লক্ষ্য করে এগিয়ে যেতে থাকে। এই দিনে শাসক গোষ্ঠি প্রাদেশিক সভায় একত্রিত হয়েছিল। দোসরদের ষড়যন্ত্র অনুযায়ী পুলিশ মিছিল এগিয়ে আসতে দেখে তাদের ছত্রভঙ্গ করার উদ্দেশে প্রথমত কাঁদুনে গ্যাস ছোড়ে কিন্তু অকুতোভয় ছাত্রদের বাঁধা অতিক্রম করে এগিয়ে আসতে দেখে তারা ভয় পেয়ে এলোপাথারিভাবে গুলি ছুঁড়তে শুরু করে। সঙ্গে সঙ্গে রাজপথ রঞ্জিত করে ঝরে যায় কয়েকটি তাজা প্রাণ। অনেককে গ্রেফতার করা হয়। এমনকি লাশগুলোও গুম করে ফেলা হয়। এ খবর ছড়িয়ে যায় সারা বাংলাদেশে। সঙ্গে সঙ্গে এ আন্দোলন দেশব্যাপী আন্দোলনে পরিণত হয়। গ্রাম-গঞ্জের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আরো জোরালোভাবে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। মিছিল মিটিং অনবরতভাবে চলতেই থাকে। উত্তেজিত যুবসমাজ বুঝিয়ে দেয় শাসকগোষ্ঠিকে, শুধুমাত্র বাংলাই হবে এদেশের রাষ্ট্রভাষা। আর কোনো ভাষা নয়। সোচ্চার জনতার প্রতিবাদে পশ্চিমাদের পরাজয় স্বীকার করতে হয়।

বাঙালির অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে সকল আন্দোলন সংগ্রামে নারী সমাজের ভূমিকা ছিল অসাধারণ। ভাষা আন্দোলনেও তার ব্যতিক্রম নয়। পঞ্চাশের দশকে রক্ষণশীল সমাজের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে তারা বিক্ষোভ মিছিল এবং ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে সমাবেশস্থলে যোগ দেন। আহত ছাত্রদের চিকিৎসার জন্য চাঁদা সংগ্রহ, পুলিশ নির্যাতন থেকে ছাত্রদের জন্য খাবার সংগ্রহে নারীরা অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে। ভাষা আন্দোলনে বিভিন্ন অঙ্গনে নারীরা অবদান রেখে নারী সমাজের মর্যাদা বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে। ভাষা আন্দোলনে অবরোধ এবং জীবন বিসর্জন শুধুমাত্র ঢাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও এ আন্দোলন হয়েছিল দেশব্যাপী।

১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে ভাষা আন্দোলন মূলত অত্যাচার অবিচার ও শোষণের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম। পরবর্তীকালে যেসব আন্দোলন হয়েছিল ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ভাষা আন্দোলন তার প্রেরণা যুগিয়েছিল। ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, '৭০ এর সাধারণ নির্বাচন, সর্বোপরি ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম সেই ভাষা আন্দোলনেরই প্রেরণা। ভাষা আন্দোলন আমাদের জাতীয় সত্ত্বাকে ত্বরান্বিত করে সকল প্রকার অন্যায় ও অত্যাচারের মুখোমুখি হতে সাহস যুগিয়েছে। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের জাতীয় ইতিহাসে যেসকল অন্যায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার প্রতিকারের জন্য আমাদের প্রেরণা দিয়েছে। আমাদের জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে ভাষা আন্দোলন সবসময় প্রেরণাসহ শক্তি ও সাহস দিয়েছে। ১৯৫২ থেকে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সকল বিজয় ভাষা আন্দোলনের প্রেরণার ফসল। সুতরাং ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ভাষা আন্দোলনের ঐতিহাসিক তাৎপর্য বহুমুখী। বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রধান ভিত্তি হল ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলন। মূলত ভাষা আন্দোলনের পথ বেয়েই আমাদের স্বাধীনতা এসেছে।

পৃথিবীর ইতিহাসে মাতৃভাষার জন্য জীবন দিয়েছে বাঙালিরা। এই সার-সত্যকে ধারণ করে কানাডা প্রবাসী বাঙালি রফিকুল ইসলাম ও

আবদুস সালাম একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস রূপে ঘোষণা দেওয়ার জন্য জাতি সংঘের নিকট দাবি তোলে। অবশেষে ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দের ১৭ নভেম্বর জাতিসংঘ (ইউনেস্কো কর্তৃক) ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসরূপে ঘোষণা দেয়। তাই আজ আমাদের ২১ ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাতত্ত্বের এক সভায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে ভারতবর্ষের সব ভাষা পণ্ডিতদের উপস্থিতিতে বহুভাষাবিদ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছিলেন, “শুধু ভারতে নয় বাংলা ভাষার স্থান হবে এশিয়া মহাদেশের সর্বোচ্চ।” একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার মর্যাদা লাভ করায় ড. শহীদুল্লাহর কথাটি পরিপূর্ণ স্বার্থক হয়েছে। আজ বাংলা ভাষার স্থান শুধু এশিয়া মহাদেশে নয়, সমগ্র পৃথিবী জুড়ে।

আজ একুশে ফেব্রুয়ারি বিশ্ব মাতৃভাষা দিবস ঘোষিত হওয়ায় শুধু বাঙালির বাংলা ভাষাই নয় পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের প্রত্যেকটি মানুষের নিজ মাতৃভাষা স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হয়েছে। আমাদের নিজ নিজ মায়ের ভাষা রক্ষার্থে আজ প্রত্যেক জাতিকে এগিয়ে আসতে হবে। দিতে হবে নিজের ভাষাকে মর্যাদার উচ্চ আসন। মাতৃভাষা দিবসে এটি সকলের দায়িত্ব ও কর্তব্য। একজন বাঙালি সর্বপ্রথমে মনের ভাব প্রকাশ করার ভাষা যেন হয় বাংলা। পাশ্চাত্যের কোন ভাষা নয়।

আমাদের অনুভব করতে হবে পাশ্চাত্যের ভাষা শেখার বা জানার মোহে যেন আমরা নিজের ভাষার গুরুত্বকে খাটো করে না দেখি। আর আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আমাদের এই শিক্ষাই দিয়ে যেতে হবে যে, বাংলা আমার মায়ের ভাষা। নতুন প্রজন্মের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গাইতে হবে সেই গান-

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙ্গানো

একুশে ফেব্রুয়ারি

আমি কি ভুলিতে পারি...

**সহায়ক গ্রন্থসমূহ:**

১. ইসলাম, মো: নূরুল; স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস, ইসলাম পাবলিকেশন্স, ঢাকা-১১০০।

২. বেগম, প্রফেসর নাসরিন; বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাস, পুথিনিলয়, ঢাকা-১১০০।

৩. আহমদ, সাব্বীর; বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাস, কাজল ব্রাদার্স লিমিটেড, ঢাকা-১০০০।

৪. মোস্তফা, মো. গোলাম; বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাস, লেকচার পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ঢাকা-১১০০।

---

# “রক্তে অর্জিত মাতৃভাষা”

### এস তরুন সাহা

**প্রেক্ষাপট:** আমাদের উপমহাদেশ ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ধর্মের ভিত্তিতে দু’টো স্বতন্ত্র, স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়েছিল। ভারত আর পাকিস্তান। এ ঘটনার অনেক আগে ১২০২ খ্রিস্টাব্দে মুসলমান শাসকদের দখলে চলে যায়। এরপর থেকে অনেকে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে। যদিও তারা জাতিগতভাবে বাঙালি ছিল। ইংরেজ শাসকগোষ্ঠি ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্রগঠন করতে মুসলমানদের সমর্থন করেছিল। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে ধর্মের ভিত্তিতে ভোট প্রদানের ব্যবস্থা চালু করে। এতে মুসলমানদের সদ্য গঠিত রাজনৈতিক দল মুসলিম লীগ তাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য আরো উৎসাহিত হয়। ইংরেজ শাসন আমলে মুসলমানরা দিন দিন ক্রমে দরিদ্রই হচ্ছিল, আর হিন্দুরা ধনী থেকে আরও ধনী হয়ে উঠেছিল। তাই মুসলিম লীগ মুসলমানদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র গঠনের কথা বলায় মুসলমান সম্প্রদায় তাদের সমর্থন জানিয়েছিল। এ অবস্থায় পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু চল্লিশ থেকে ছেচল্লিশ এই সাত বছর রাজনৈতিক বিবাদ, উত্তেজনা ও বিশ্বযুদ্ধ, দাঙ্গা, সামাজিক অবক্ষয় এবং তেতাল্লিশের মনন্তরের মত নানা দুর্যোগ দুর্ভোগ মানুষের মন থেকে সুস্থ চিন্তার অবকাশ কেড়ে নিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ দেশ, সমাজ ও জাতিসত্তা বিভাগের পক্ষপাতি ছিলেন না। সেই অর্থেই তিনি বলেছিলেন “আধুনিক কালের শিক্ষার প্রতি সময় থাকিতে মনোযোগ না করায় মুসলমান হিন্দুদের চেয়ে অনেক বিষয়ে পিছিয়ে পড়েছে। সেখানে তাহাকে সমান হইয়া লইতে হইবে।” বাঙালি মুসলমানের জাতিসত্তার প্রয়োজনে মাতৃ ভাষা বাংলার, গুরুত্ব এবং সেক্ষেত্রে বাংলার পরিবর্তে অন্য কোন ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার বিষময় পরিণতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ চৌষট্টি বছর আগে স্পষ্ট ভাষার হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছিলেন যে, “বাংলাদেশের শতকরা ৯৯এর অধিক সংখ্যক মুসলমানের ভাষা বাংলা, সেই ভাষাকে কোণঠাসা করিয়া তাহাদের উপর যদি উর্দূ চাপানো হয় তাহা হইলে তাহাদের জিহ্বার আধখানা কাটিয়া দেওয়ার মতো হইবে না কি?”

**বাস্তব অবস্থা:** ধর্মে মুসলমান হয়েও জাতিবিচারে বাঙালি। এই নৃতাত্বিক সত্যটি মুসলিম লীগ শাসক শ্রেণি সুনজরে দেখেনি। তাই পাকিস্তানের গদিতে বসেই তারা সাতচল্লিশের শেষ দিকে নয়া রাষ্ট্রের পক্ষে যেসব পোস্টকার্ড, এনভেলপ, মানি অর্ডার ফর্ম, রেল টিকেট ছাপে তাতে বাংলা ছিল না, ছিল উর্দু ও ইংরেজী এসব ঘটনা বাঙালিদের সচেতন অংশে উত্তেজনা সৃষ্টি করে। তারা ক্ষুদ্ধ হয় এবং দাবি তোলে রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। ধর্মের ঐক্য সত্ত্বেও সব মুসলমানদের মাতৃভাষা এক নয়। করো মাতৃভাষা আরবি, ফার্সি বা উর্দু, কারো পাঞ্জাবি, হিন্দি বা বেলুচি। আবার বাঙালিদের বাংলা। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময় আমরা বাঙালি ছিলাম যেমন ছিলাম হাজার বছর আগে। কিন্তু নানা রাজনৈতিক কারণে আমরা বাঙালি হওয়া সত্ত্বেও মুসলমান হিসাবে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র পাকিস্তান চেয়েছিলাম।

পাকিস্তানের বিচ্ছিন্ন এক অঞ্চলে পূর্ব পাকিস্তানে ৯০-৯২ শতাংশ মানুষ বাঙালি তার সমগ্র পাকিস্তানের প্রায় ৬০ শতাংশ লোক তখন বাংলায় কথা বলেন। পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভাষা বাংলাকে বাদ দিয়ে উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার অর্থকে বাঙালিদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র তা বাংলার মানুষ বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু একাজে শাসকদের শুভবুদ্ধির ওপর নির্ভর করে বসে থাকলে চলবে না বলেই, ছাত্ররা রাষ্ট্রভাষা বাংলা আন্দোলন শুরু করে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ১১ মার্চ থেকে। আন্দোলনের বিস্তার দেখে মুসলিম লীগ শাসক হতবাক ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। তাদের ভয় হয় বাংলা রাষ্ট্রভাষা হলে বাঙালিই একদিন রাষ্ট্র পরিচালনা করবে। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে বাংলাকে পূর্ব বাংলার সরকারি ভাষা হিসাবে আইন পরিষদে বিল পাস হলেও তাৎক্ষণিকভাবে সরকারের বিভিন্ন বিভাগ এ বিষয়ে কার্যকরী কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মুহম্মদ আলী জিন্নাহ উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে ঘোষণা দিলে, ছাত্ররাই প্রথম প্রতিবাদ জানায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটে উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক কোর্সে শিক্ষার মাধ্যম বাংলা প্রবর্ত্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা মর্যাদা দানের দাবি ছাত্র-শিক্ষক সমানভাবে উত্থাপন করতে থাকেন যা ভাষার প্রশ্নে দেশব্যাপী সচেতনতা ও ঐক্য স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রাষ্ট্রপ্রধান জিন্নাহ সাহেবের পূর্ব সাক্ষর বিষয়ে কামরুদ্দিন আহমদ ও অধ্যাপক আবুল কালামের মাধ্যমে

দুই প্রতিপক্ষের সাথে হাত মিলিয়ে আন্দোলন কিছুটা ম্লান করে দেন। জেলে আটক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, কাজী গোলাম মাহবুব, অলি আহাদ প্রমুখ নেতার সঙ্গে অলিখিত শর্ত হয়। জিন্নাহ সাহেব ঢাকায় থাকাকালীন সময়ে এমন কিছু করবেন না যাতে জিন্নাহ সাহেবের অসম্মান হয় এই আপোষের ফলে নেতা কর্মীরা জেল থেকে মুক্তি পেলেন। ভাষা আন্দোলনের ধীরগতি দেখে মার্চের আন্দোলনের দুই বছর পর ১১ মার্চে বিশ্ব বিদ্যালয়ের সংগ্রামী ছাত্র সংগঠনের সমন্বয়ে পাঁচটি ছাত্র সংগঠনের প্রতিনিধি থেকে দুইজন করে প্রতিনিধি নিয়ে কমিটি গঠিত হয়। তার আহ্বায়ক হন আব্দুল মতিন। এর সুফল দেখা যায় ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ভাষা আন্দোলনে।

**চূড়ান্ত পরিস্থিতি:** খাজা নাজিমউদ্দিন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী পদ লাভ করার পর ২৭ জানুয়ারি ১৯৫২ পল্টন ময়দানে তিনি ঘোষণা দেন যে উর্দূই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। এ পরিপ্রেক্ষিতে ৩১ জানুয়ারি বার লাইব্রেরীতে মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে গোলাম মাহবুবকে আহ্বায়ক করে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি ৪ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে সকল ছাত্রদের নিয়ে ঐতিহাসিক ২১ ফেব্রুয়ারির কর্মসূচী উপস্থাপিত ও ঘোষণা দেন। এই কর্মসূচির পরিপ্রেক্ষিতে ২০ ফেব্রুয়ারি ঢাকার প্রশাসন এক মাসের জন্য সভা-সমাবেশ, মিছিল বেআইনি ঘোষণা করে ১৪৪ ধারা জারি করেন। ঐদিন সন্ধ্যায় নবাবপুর আওয়ামী লীগ অফিসে বৈঠক বসে। সেখানে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ নিয়ে বিতর্ক ও ভোট হয়। পরদিন ২১ ফেব্রুয়ারি সকালে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমস্যা সমাধানের উদ্যোগের কথা বলা হয়। রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবি নিয়ে আইন পরিষদে যেতে হবে এবং তা ১৪৪ ধরা ভঙ্গ করেই যাত্রা শুরু হবে। উপস্থিত ছাত্র সকলেই ঐ প্রস্তাবে রাজি হয়ে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে পুলিশের লাঠি চার্জ ও টিয়ার গ্যাস উপেক্ষা করে মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গণে সমবেত হয়, উদ্দেশ্য, মিছিল করে সামনের রাস্তা পার হয়ে আইন পরিষদে যাওয়া। ইতোমধ্যে বেলা তিনটার দিকে পুলিশ নিরস্ত্র ছাত্রদের উপর গুলি বর্ষণ করে; তাতে ৩জন নিহত হন এবং ৩জন আহত হন। এভাবেই ছাত্রদের রক্তদানে একুশের ছাত্র আন্দোলন গণঅভ্যুত্থানের সৃষ্টি করে। এর সাথে জনগণের রক্ত মিশে দুর্বার পরিস্থিতি সৃষ্টি করে।

**ফলাফল:** আজ জাতিসংঘ স্বীকৃত আন্তর্জতিক মাতৃভাষা দিবস ২১ ফেব্রুয়ারি যা ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে ঘোষিত হয়। মায়ের ভাষার সম্মান প্রতিষ্ঠার জন্য এই বাঙালি জাতিই রাজপথে রক্ত ও জীবন উৎসর্গ করে আর অপ্রতিরোধ্য আন্দোলনের মুখে সেদিন পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠি হার মানে এবং আজ পৃথিবীর প্রায় ২৬ কোটি লোক বাংলা ভাষায় স্বাধীনভাবে ব্যবহার করতে পারছেন।

**তথ্যসূত্র:** ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস ও তাৎপর্য। আব্দুল মতিন, আহমদ রফিক।

## "মায়ের ভাষা"

স্ট্যানলী আজিম

বাংলা মায়ের বাংলা ভাষা
বায়ান্ন সনের রক্তক্ষয়ী ভাষা।
রফিক, জব্বার, বরকত, সালাম,
তোমাদের প্রতি রইল মোদের হাজারো
সালাম।

বাঙালি ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী মহল,
আন্দোলনে ও প্রতিরোধে হয়েছেন অমর।
রাষ্ট্রভাষার দাবি জানিয়ে নেমেছেন
রণক্ষেত্রে,
দিয়েছেন বুকের লালরক্ত রাজসড়কে।

'৪৭ সনে সূত্রপাত '৫২ সনে পরিসমাপ্তি,
তীব্র আন্দোলনে পেয়েছি বাংলা ভাষা,
'৯৮ সনে হয়েছি বাংলাভাষী
'৯৯ UNESCO দিয়েছে ঘোষণা
আজ অমর একুশে ফেব্রুয়ারি।

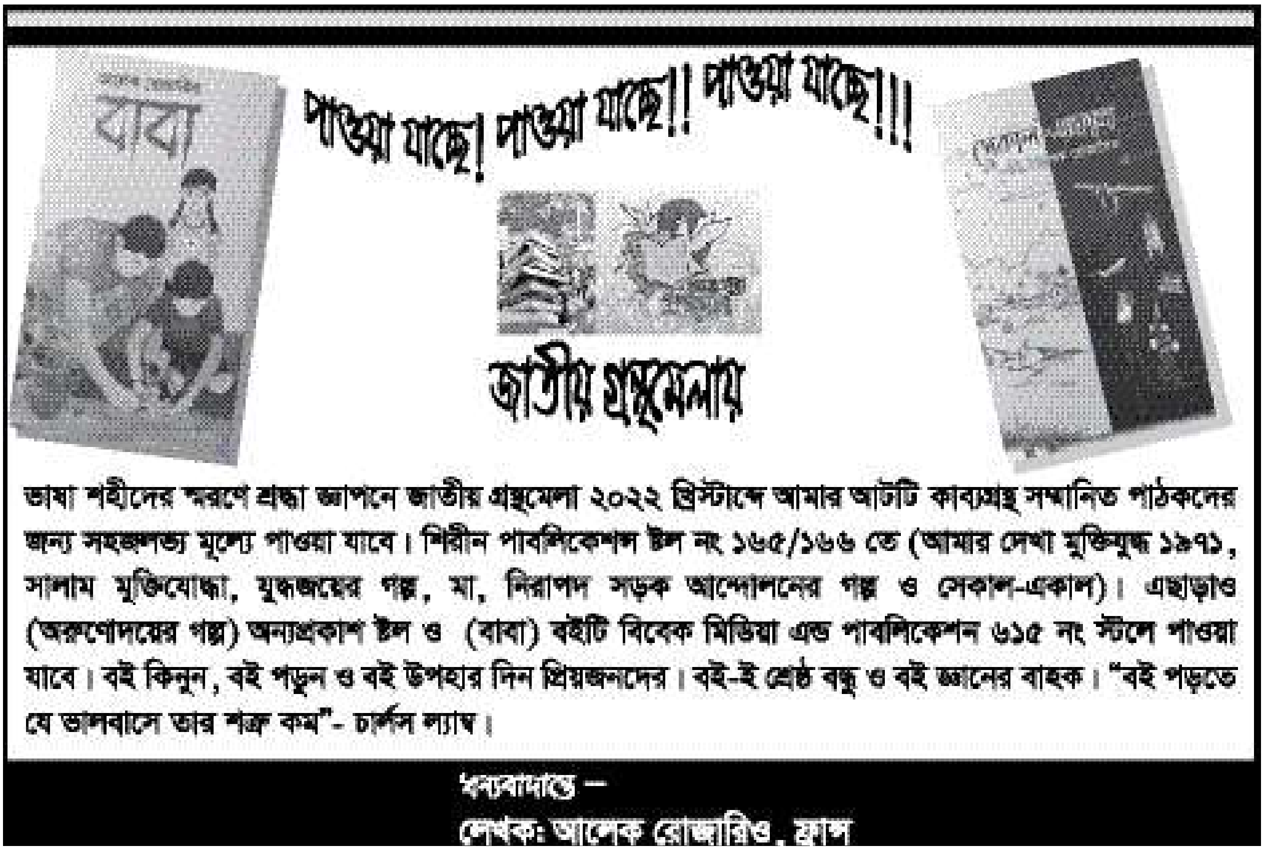

ভাষা শহীদের স্মরণে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনে জাতীয় গ্রন্থমেলা ২০২২ খ্রিস্টাব্দে আমার আটটি কাব্যগ্রন্থ সম্মানিত পাঠকদের জন্য সহজলভ্য মূল্যে পাওয়া যাবে। শিরীন পাবলিকেশন্স স্টল নং ১৬৫/১৬৬ তে (আমার লেখা মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১, সালাম মুক্তিযোদ্ধা, যুদ্ধজয়ের গল্প, মা, নিরাপদ সড়ক আন্দোলনের গল্প ও সেকাল-একাল)। এছাড়াও (অরুণোদয়ের গল্প) অন্যপ্রকাশ স্টল ও (বাবা) বইটি বিবেক মিডিয়া এন্ড পাবলিকেশন ৬১৫ নং স্টলে পাওয়া যাবে। বই কিনুন, বই পড়ুন ও বই উপহার দিন প্রিয়জনদের। বই-ই শ্রেষ্ঠ বন্ধু ও বই জ্ঞানের বাহক। "বই পড়তে যে ভালবাসে তার শত্রু কম"- চার্লস ল্যাম্ব।

ধন্যবাদান্তে —
লেখক: আলেক রোজারিও, ফ্রান্স

# ভাষা আন্দোলন

### যোসেফ শরৎ গমেজ

পদ্মার পাড়ের বেড়িবাঁধ, যাকে কাইশা খালি বেড়িবাঁধ বলা হয়। গত সপ্তাহে আমার এক বন্ধু কানাডা থেকে এসেছে ওকে সাথে নিয়ে বেড়িবাঁধ দেখতে গেলাম। বিদেশ থেকে অনেক কিছুই শুনে এসেছে, এখন স্বচক্ষে দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। একটা ইজিবাইক ভাড়া করে দুজনে বেলা এগারটায় পৌঁছলাম বেড়িবাঁধ। আমরা যেখানে নামলাম সেটা ছিল বেড়িবাঁধের উত্তর প্রান্ত। অসংখ্য দোকান-পাট গড়ে ওঠেছে বাঁধের উপর। এই জায়গাটার নাম পশ্চিম সোনাবাজু। সকালে এখানে কাঁচা বাজার বসে। এখনও কিছু কিছু শাক-সব্‌জিওয়ালা লাউ, মিষ্টি কুমড়া, মুলা নিয়ে বসে আছে। এই বাজার দেখে আমার বন্ধু ললিত বলল, আমাকে তুমি কোথায় নিয়ে এলে? আমি বললাম কেন বেড়িবাঁধ। তুমি না বেড়িবাঁধ দেখতে চেয়েছ? তাতো বুঝলাম কিন্তু এটাতো বাজার। আমি বললাম হ্যাঁ, এখান থেকেই শুরু। আমরা যত দক্ষিণে যাবো বেড়িবাঁধ ততই তোমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে বলেই আমরা হাঁটতে শুরু করলাম। বাঁধের পশ্চিম দিকে অর্থাৎ পদ্মার দিকে অসংখ্য দোকান ঘর ওঠেছে। অল্প কিছুক্ষণ হাঁটার পর দেখা যায় বাঁধের উপর রাস্তার পাশে কাঠের কাজ চলছে। কেউ কেউ ফার্নিচার বানাচ্ছে আবার কেউ কেউ নৌকা বানাচ্ছে। এর ফাঁকে ফাঁকে ছোট ছোট চায়ের দোকান, বেশ ভালই জমে ওঠেছে। কিছু দূর যাওয়ার পর দেখা গেল বেশ লম্বা লম্বা কাঠের তৈরি ঘর। সিমেন্টের পিলারের ওপর বসানো। ঘরের ভেতরে বাইরে বিভিন্ন রং দিয়ে নকশি করা। দূর থেকে খুব সুন্দর দেখা যায়। বর্ষাকালে এগুলো জলে ডুবে যায়না। প্রতিদিন সন্ধ্যায় আর শুক্রবার ছুটির দিন বেশ জমে ওঠে। এগুলোর একেকটার আলাদা আলাদা নাম আছে। কোনটা ক্যাফেটরিয়া কোনটা রেষ্টুরেন্ট। খাবারের মান ভাল। বর্তমানে করোনার কারণে একটু ঝিমিয়ে পড়েছে।

আমরা হাঁটতে হাঁটতে স্লুইস গেইটের কাছে এসে দাঁড়ালাম। প্রচণ্ড গতিতে পানি প্রবাহিত হচ্ছে স্লুইস গেইট দিয়ে। জেলেরা জাল দিয়ে ফাঁদ পেতে রেখেছে প্রচণ্ড স্রোতের টানে বড় বড় মাছ লাফিয়ে পড়ছে জালের ফাঁদে। আমার বন্ধু ললিত দেখে দেখে খুব মজা পাচ্ছে। বেশ কিছুক্ষণ দেখার পর আমরা যখন ফিরে আসছি হঠাৎ দেখা গেল আমার বন্ধু পংকজ রাস্তার বাম পাশে মটর সাইকেল থেকে নামছে। আমাদের দেখে সহাস্যে এগিয়ে এলো। পরিচয় করিয়ে দিলাম ললিতের সাথে যদিও সে ললিতকে আগে থেকেই চেনে। ললিত আর আমার চেয়ে পংকজের বয়স অনেক কম। তবে এখন বয়স হয়েছে চুল দাড়ি সব পেকে গেছে, নামের আগে "বীরমুক্তিযোদ্ধা" কথাটা বলতে হয়। পংকজকে নিয়ে আমরা পাশের একটা রেষ্টুরেন্টে বসলাম, পংকজ জিজ্ঞেস করল কি খাবে? আমি বললাম তাইতো কি খাওয়া যায়, হালকা কিছু হলে ভাল হয়। পংকজ বলল, এখানে ফুচ্‌কা খুব ভাল পাওয়া যায়। এখানকার নামকরা ফুচ্‌কা। আমি ললিতকে বললাম কি চলবে নাকি? ললিত হেসে বলল হ্যাঁ হ্যাঁ চলবে। পংকজ ৩ প্লেট ফুচ্‌কার অর্ডার দিল ঠিক সেই মুহূর্তে আমার মোবাইল ফোনটা বেজে ওঠল। হ্যালো বলতেই অন্যপ্রান্ত থেকে বলল, নমষ্কার, আমি সুব্রত বলছি পত্রিকা অফিস থেকে। কি ব্যাপার সুব্রত কি মনে করে আমাকে স্মরণ করেছ? সামনে একুশে ফেব্রুয়ারি তাই একটা লেখা চেয়েছিলাম ভাষা আন্দোলনের উপর। আমি জানতে চাইলাম কয়দিন সময় আছে হাতে লেখা পাঠাবার? সুব্রত বলল ৭/৮ দিন সময় আছে। এই অল্প সময়ে কি লেখা দেওয়া সম্ভব? তোমার পক্ষে সম্ভব, সময়মত পাঠিয়ে দিও। আমি বললাম, তোমাকে কথা দিতে পারিনা নতুন করে কোন লেখা দেওয়া সম্ভব নয় তবে আগের কোন লেখা যদি থাকে তবে চেষ্টা করবো। ধন্যবাদ বলে ফোনটা রেখে দেই।

বাংলা
আমার
ভাষা
আমার

টেবিলের উপর গরম গরম ৩ প্লেট ফুচ্‌কা এসে গেল। ফুচ্‌কা দেখে ললিত বলল দারুন তো। ফুচ্‌কা খেতে খেতে পংকজ জিজ্ঞাস করল কে ফোন করেছিল, কার সাথে কথা বললে? আমি বললাম সুব্রত। আমাদের সেই সুব্রত ঢাকায় যার প্রেস আছে, পত্রিকা অফিসে কাজ করে আর লেখালেখি করে। আমাদের খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে সুব্রত একজন শক্তিশালী লেখক। আমি তো ওর লেখার ভক্ত। দুর্দান্ত লেখে। কি বলল সুব্রত? ভাষা আন্দোলনের উপর একটা লেখা চায়। তাও আবার এক সপ্তাহের মধ্যে, এটা কি সম্ভব? এখন কি ভাষা আন্দোলন আছে? দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বেশ কয়েক বছর ভাষা নিয়ে, একুশে ফেব্রুয়ারি নিয়ে, মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে সারা বছরই চলতো নানা আয়োজন। এখন কি সেই আগের মত আছে? ধীরে ধীরে সব কিছু থেমে গেছে। মুক্তিযুদ্ধের আগে যে ভাবে একুশে ফেব্রুয়ারি নিয়ে আন্দোলন এবং নানা আয়োজন করেছি সেইসব এখন আর নেই। পংকজ বলল, ভাষা আন্দোলন নিয়ে লিখতে চাও লিখো কিন্তু তোমার সেই লেখা কার জন্য লিখবে? কে পড়বে? যাদের জন্য লিখবে যারা পড়বে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস যারা জানবে সেই যুব সমাজ এখন কোথায়? তারা এখন পথ হারিয়ে ফেলেছে। আগে তাদের সঠিক দিক নির্দেশনা দিয়ে ফিরিয়ে আনো, তবে তোমার লেখার সার্থকতা ফিরে পাবে। আজ এই মুহূর্তে আমার অনেক দিনের পুরোনো কথা মনে পড়ে গেল। এটা শুনলে তোমার গল্প লেখার কাজে লাগবে। ছোট্ট একটা গল্প। হ্যাঁ গল্পই বটে। একদিন ছিল অতি বাস্তব ঘটনা।

দেশ স্বাধীন হবার ৮/১০ বছর পরের কথা। তখন আমি মিডিলইস্টের ওমানে কাজ করি। রয়েল এয়ার ফোর্স অব ওমানে। আমার চাকুরীটা এমনই যে প্রতি দুই মাস পরপর কন্ট্রাক্ট নবায়ন করতে হয়। নিজের কন্ট্রাক্ট ফর্ম নিজেই লিখি আবার সহকর্মীদের কন্ট্রাক্ট ফর্মও লিখি। ঐ সময় আমাদের সাথে এক পাকিস্তানী পাঞ্জাবী কাজ করতো। তার বয়স ঐ সময়ই ছিল পঞ্চাশের উপর। সেও এসে আমার কাছে কন্ট্রাক্ট ফর্ম লিখাতো। তার সাথে আমার বন্ধুর মত সম্পর্ক হয়। তার নাম ছিল গুল জামান। সে ভাল বাংলা বলতে পারতো। কারণ ৭১ এর আগে গুল জামান ঢাকায় ছিল অনেক বছর। ঢাকায় পাকিস্তানী এক কোম্পানী "শাহ্ নেওয়াজ মটর" নামে এক কোম্পানীতে কাজ করতো। একদিন তার ফর্ম লিখতে গিয়ে আমাকে বলল, তোমার কয়টা পাসপোর্ট? আমি অবাক হয়ে বললাম কেন? আমার পাসপোর্ট তো একটাই। গুল জামান বলল আমার তিনটা পাসপোর্ট। তবে একটাই চালু আছে। আমার পয়লা নম্বর পাসপোর্ট বাংলায় এই কথা বলেই একটা বহু পুরনো পাসপোর্ট আমার হাতে দিল। আমি ওর ঐ পাসপোর্ট দেখে অবাক হই। পাকিস্তানী পাসপোর্ট বাংলায় লেখা। আমি বললাম এটা কিরকম পাসপোর্ট? গুল জামান বলল, তোমরা তো কিছুই জাননা, তাছাড়া তোমার জন্মের আগের কথা। ৫২ খ্রিস্টাব্দে তোমরা বাঙালিরা ভাষা-ভাষা করে আন্দোলন করেছিলে রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই, বাংলা চাই। তখন ঢাকায় কত মিছিল করেছিলে

পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মুহম্মদ আলী জিন্নার বিরুদ্ধে, স্লোগান দিয়েছিলে, ঢাকায় গুলি চলেছে কয়েকজন বাঙালি মারাও গেছে। তারপর সরকারী কাগজপত্রে বাংলাই রাষ্ট্র ভাষা হয়েছিল কিন্তু আমরা পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ মুখে তা স্বীকার করতাম না। আমরা বলতাম উর্দূই পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা। এসব তো তোমরা জাননা। আমরা জানি, তোমরা তোমাদের দেশ আজাদ করেছ অনেক রক্ত দিয়ে। নিজের জীবন বাজী রেখে যে তোমাদের আজাদী এনে দিল তোমরা তাকেই হত্যা করলে। নিজের বাপকেই খুন করলে। এখন তো তোমরা তোমাদের দেশে সবাই বাঙালি তোমাদের মধ্যে এত দলাদলি হবার কথা নয় অথচ তোমরা গ্রেনেড ছুড়ে মানুষ হত্যা করছ, বাসে আগুন দিয়ে মানুষ মারছ। আসলে তোমরা ভিখিরি (মিস্‌কিন) বাঙালি। আমি যেসব বাঙালিদের সাথে কাজ করেছি যাদের কাছে কাজ শিখেছি তারা কাজে কর্মে দক্ষ ছিল, কথায় পটু ছিল। তাদের জবান এক ছিল। সেই সব বাঙালিদের আমি সালাম করতাম বলতাম রাজকীয় বাঙালি। তোমাদের দেখলে মনে হয়না তোমরা দেশের জন্য যুদ্ধ করেছ।

সেদিন গুল জামানের কথা শুনে আমার মাথায় আগুন জ্বলে উঠেছিল। ও শালায় বলে কি আমি যুদ্ধ করিনি। ও জানেনা আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা। '৭১ এ রূপসানালী ঝিটকা রণক্ষেত্রে পাকিস্তানী সেনাদের সাথে প্রচণ্ড সম্মুখ যুদ্ধ করেছি সারারাত কচুরিপানার নিচে রাইফেল হাতে নাক ভাসিয়ে ছিলাম। সেইদিন আমার গুলিতে দুইজন পাক সেনা মারা যায়। গুল জামান যদি এই কথা বাংলাদেশ থেকে বলতো তবে আমি ওকে গুলি করে মারতাম।

পংকজের কথা শুনে আমি আর ললিত জোরে হেসে উঠলাম। তারপর হাসি থামিয়ে ললিত বলল, এটা তুমি করতে পারতেনা। একটু দম নিয়ে পংকজ বলল আসলে সেদিন রাতে আমি ঘুমাতে পারিনি। গুল জামানের কথাগুলো বারবার আমার কানে বেজেছে। নিজেকে অপমানিত বোধ করেছি ঠিকই কিন্তু কথাগুলো যে আমাকেই বলেছে তাও নয়। কথাগুলোতো বাস্তব সত্য। এক নদী রক্ত দিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। সেই স্বাধীনতার মহানায়ক, যার ডাকে সাড়ে ৭ কোটি বাঙালি ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিল, যাকে আমরা জাতির পিতা করে মানুষের হৃদয়ের সিংহাসনে বসিয়েছিলাম তাকেই আমরা হত্যা করেছি। একটা জাতির জন্য এর চেয়ে বড় কলঙ্ক আর কি হতে পারে। ভাষা আন্দোলন, বই মেলা, একুশে ফেব্রুয়ারি এখন একটা নির্দিষ্ট জায়গায় আটকা পরে আছে। এগুলো আবার সচল করতে পারলে জাতি হিসাবে আমরা আবার মাথা তুলে দাঁড়াতে পারব॥

# মাতৃভাষা রক্ষা করা সবারই দায়িত্ব

**মানুয়েল চাম্বুগং**

বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীতে, ধর্মে-বর্ণে ও কৃষ্টি-সংস্কৃতিতে বৈচিত্রময় অপরূপ সমৃদ্ধশালী দেশ আমাদের বাংলাদেশ। এদেশে বাংলা ভাষা ছাড়াও বহুবিধ ভাষাভাষীর মানুষ রয়েছে। যাদের ভাষা কৃষ্টি সংস্কৃতির সতন্ত্র বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। তবে দুঃখের কথা হলো এদেশের বেশিরভাগ আদিবাসীরা নিজেদের মাতৃভাষাকে দিনে দিনে হারিয়ে ফেলছে। এসব আদিবাসীদের ভাষা রক্ষা করার জন্য ২০১০ খ্রিস্টাব্দে ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই) কাজ করে যাচ্ছে। আদিবাসীদের জীবনযাত্রার বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত সংরক্ষণ করে আদিবাসীদের ৪০টি ভাষাকে মাতৃভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। কিন্তু আদিবাসীদের মতে ৪৫টিরও অধিক আদিবাসী জনগোষ্ঠী এদেশে যুগ যুগ ধরে বসবাস করে আসছে। মাতৃভাষা হিসেবে স্বীকৃত পাওয়া জনগোষ্ঠী হলো: গারো, হাজং, ককবরক, কানপুরী, অহমিয়া, বম, চাক, চাকমা, খাড়িয়া, খাসি, খিয়াং, কুমি, কোচ, কাডা, কোল, কন্দ, কুরুখ, রিঙ্গম, লুসাই, মাদ্রাজী, মাহলে, মালতো, মুণিপুরী, মৈতৈ, বপ্রিয়া, মারমা, ম্রো, মুণ্ডারী, সাদ্রী, সাঁওতাল, তংগ্রা, থর, তেলেগু, উর্দু, নেপালী, ওড়িসা, পাংখোয়া, লালেং, রাখাইন ও রেংমিতচা ইত্যাদি। এগুলোর মধ্যে ৫টি দ্রাবিড়, ১৫টি চীনা তিব্বতী, ৯টি অস্ট্রো-এশিয়াটিক, ১১টি ইন্দো ইউরোপীয়, ভাষা পরিবারভুক্ত। নৃভাষা বৈজ্ঞানিক এদেশের আদিবাসীদের ৪০টি ভাষার মধ্যে ১৪টি ভাষাকে বিলীনের পথে বলে চিহ্নিত করেছেন। বিপন্নের দিকে ধাবিত ভাষাগুলো হলো- খাড়িয়া, সৌরা, কাডা, মালতো, খুমি, কন্দ, পাংখোয়া, চাক, খিয়াং, লালেং, লুসাই, রেংমিতা, থর, কোম, প্রভৃতি জনগোষ্ঠী। বিপন্ন ভাষা বলতে ভাষা বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, যে ভাষার মানুষ এখন আর সে তার ভাষায় কথা বলতে পারে না। মাতৃভাষা বিলুপ্ত হওয়ার বিভিন্ন কারণগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি দিক হলো: বর্তমান প্রজন্মের ছেলে-মেয়েদের নিজের মাতৃভাষার প্রতি অনীহা; পরিবারে পিতা-মাতারা ছেলে-মেয়েদের সাথে নিজস্ব ভাষায় কথা না বলা; পারিপার্শ্বিক প্রতিবন্ধকতা; মাতৃভাষায় শিক্ষালাভের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান না থাকা ও মিশ্র বিবাহ।

মাতৃভাষা বিলুপ্তির হতাশার মাঝে আশাব্যঞ্জক দিক হলো, সরকার ইতিমধ্যে ভাষার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য কিছু কিছু পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছেন। এদেশে বসবাসরত ৪৫টিরও অধিক আদিবাসীর ভাষার মধ্যে শুধুমাত্র গারো, চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা ও সাদ্রী প্রভৃতি পাচঁটি ভাষায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছেন। কষ্টের বিষয় হলো বাকি অন্যান্য আদিবাসীদের মাতৃভাষায় কোনো পুস্তক মুদ্রিত হয়েছে কি-না এখন পর্যন্ত কোনো খবর পাওয়া যায়নি। আর পাঁচটি যে ভাষায় পুস্তক রচিত হয়েছে এর কতটুকু ফলপ্রসূ হচ্ছে বা বাস্তবায়ন কতটুকু হচ্ছে এর হদিস চোখ মেলে দেখতে পাচ্ছি না। তারপরও এ বুকে বড় আশা নিয়ে স্বপ্ন দেখি, একদিন আমাদের ছেলে-মেয়েরা নিজেদের মাতৃভাষায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করবে। স্বপ্ন দেখি আদিবাসী ছেলে-মেয়েরাও একদিন নিজস্ব ভাষায় মনের মাধুরী দিয়ে গল্প, কবিতা, উপন্যাস ও প্রবন্ধ লিখবে। এই স্বপ্নগুলো কোনোদিন পূর্ণ হবে কি-না জানি না; তবে হ্যাঁ এই স্বপ্ন পূরণের জন্য সরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি আমরা নিজেরাও নিজেদের মাতৃভাষাকে ঠিক রাখার জন্য কিছু কিছু পদক্ষেপ নিতে পারি। যথা: নিজেদের মায়ের ভাষাটি রক্ষার জন্য আমাদের নিজেদেরকেই আপ্রাণ চেষ্টা করা দরকার; নিজস্ব ভাষা-কৃষ্টি-সংস্কৃতিকে ভালবেসে পরিবারে মাতৃভাষা চর্চা করা; নিজস্ব মায়ের ভাষায় গল্প, কবিতা, গান, প্রবন্ধ ও উপন্যাস রচনা করার অভ্যাস গড়ে তোলা; আজকের এই ডিজিটাল যুগে মাতৃভাষায় নাটক, ভিডিও গান বা কোনো প্রামাণ্য চিত্র ধারণ করে ডকুমেনটেশন করে রাখতে পারি; নিজস্ব ভাষার বর্ণমালাগুলো যথাযথ ব্যবহারের পদক্ষেপ গ্রহণ করা; বর্ণমালা না থাকলে উদ্ভাবনের চেষ্টা করা; প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত মাতৃভাষায় পড়াশুনার জন্য বাধ্যতামূলক করা; প্রার্থনানুষ্ঠান, সামাজিক বা কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদি মাতৃভাষায় পরিচালনা করা। পরিশেষে আদিবাসী ভাই-বোনদের উদ্দেশ্যে আরো দু'একটি কথা বলতে চাই, আমাদের মাতৃভাষা-কৃষ্টি-সংস্কৃতিগুলো আমাদের জাতির সম্পদ। এই মূল্যবান সম্পদগুলো রক্ষা করা বা যত্ন নেওয়া আমার-আপনার অর্থাৎ আমাদের সবারই দায়িত্ব। এই দায়িত্বগুলো পালন করতে আমরা যদি ব্যর্থ হয়ে নিজের মায়ের ভাষাটিকে রক্ষা করতে না পারি তাহলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ছেলে-মেয়েরা আমাদেরকে দোষারোপ করবে। তাই আসুন আমরা সকলেই সচেতন হই এবং অন্যদেরও সচেতন করে তুলি যাতে আমাদের জাতির এই অমূল্য সম্পদগুলো চিরকালের জন্য হারিয়ে না যায়। আর সব সময়ই মনে রাখি ভাষাবিহীন কোনো জাতির কৃষ্টি-সংস্কৃতি, শিল্প-সাহিত্য টিকে থাকতে পারে না।

**তথ্যসূত্র:** দৈনিক জনকণ্ঠ

# মাতৃভাষা বাংলা

## আবু নেসার শাহীন

বাংলা ভাষা একটি ইন্দো-আর্য ভাষা, যা দক্ষিণ এশিয়ার বাঙালি জাতির প্রধান কথ্য ও লেখ্য ভাষা। মাতৃভাষীয় সংখ্যায় বাংলা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা পরিবারের পঞ্চম ও মোট ব্যবহারকারীর সংখ্যা অনুসারে বাংলা বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম ভাষা। বর্তমানে পৃথিবীতে প্রায় ত্রিশ কোটি লোকের মুখের ভাষা বাংলা। ভাষা মানুষে মানুষে যোগাযোগের প্রধান বাহন। ভাষার কতটুকু মানুষের জন্মগত বৈশিষ্ট্য আর কতটুকু পরিবেশ নির্ভর সে ব্যাপারে আধুনিক ভাষা বিজ্ঞানীদের মতভেদ আছে। তবে স্বাভাবিক মানুষ মাত্রই ভাষা অর্জনের মানসিক ক্ষমতা নিয়ে জন্মায় এবং একবার সূত্রগুলি আয়ত্ত করে ফেলার পর বাকি জীবন ধরে মানুষ তার ভাষার অসংখ্য নতুন নতুন বাক্য সৃষ্টি করতে পারে। এ রকম অসীম প্রকাশক্ষমতা সম্পন্ন ভাষা একান্তই একটি মানসিক বৈশিষ্ট্য। মানুষ ছাড়া আর কোন প্রাণী এ ক্ষমতার অধিকারি নয়।

ভাষা আন্দোলন ছিল ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৬ পর্যন্ত তৎকালীন পূর্ব বাংলার (বর্তমান বাংলাদেশে) সংঘটিত একটি সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন। ফলশ্রুতিতে বাংলা ভাষার সম-মর্যাদার দাবিতে পূর্ব বাংলায় আন্দোলন দ্রুত দানা বেঁধে ওঠে। আন্দোলন দমনে পুলিশ ১৪৪ ধারা জারি করে ঢাকা শহরে মিছিল, সমাবেশ ইত্যাদি বে-আইনি ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে ২১ ফেব্রুয়ারি আমাদের মাতৃভূমির সাহসী সন্তানেরা মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষায় আত্মত্যাগ করেছিলেন। তখন থেকে এই দিনটিকে আমরা শহীদ দিবস হিসেবে পালন করে আসছি। ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কো এই দিনটিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। ফলে বাংলা ভাষা আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করে। যা বাঙালি জাতির জন্য গৌরবের।

অভিন্ন মূল ভাষাবংশ থেকে ভাষার জন্ম। ভাষার কোন অখণ্ড বা একক রূপ নেই। বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশে এর পার্থক্য দেখা যায়। একই ভাষা নানা রূপে ব্যবহৃত হয়। সব ভাষাই কম-বেশি বৈচিত্র্য পূর্ণ। নিজেস্ব উপভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা আসলে মায়ের মতো। মাকে যেভাবে সম্মান করি, নিজ নিজ উপভাষাকেও সেভাবে সম্মান করতে হবে।

পৃথিবীতে সাড়ে তিন হাজারের ওপর ভাষা প্রচলিত আছে। প্রতিটি জনগোষ্ঠীর মানুষের পরিচয়ের সেরা উপায় হচ্ছে ভাষা। বিশ্বের প্রতিটি জাতিগোষ্ঠীর ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে মাতৃভাষাকে অবলম্বন করে। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে ভাষা হচ্ছে সবচেয়ে শক্তিশালী কার্যকর মাধ্যম। ভাষা আমাদের শিক্ষার মাধ্যম। ভাষার সাহায্যে আমরা মতবিনিময় করি। অন্যের সাথে তর্ক-বিতর্ক করি। দেশের কল্যাণ-অকল্যাণ বোঝাতে ভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। কিভাবে দেশের মানুষের কল্যাণ করা সম্ভব ভাষার মাধ্যমে মানুষের কাছে তুলে ধরা যায়। ভাষা ছাড়া নিজের পরিচয় অন্যের কাছে তুলে ধরা যায় না। ভাষা মানুষের সাথে মানুষের, এক সমাজের সাথে আর এক সমাজের, দেশের সাথে দেশের সম্পর্ক সৃষ্টিতে সংযোগ সেতু হিসেবে কাজ করে। বাংলা ভাষা হাজার বছরের পুরনো। ভাষার স্বাভাবিক পরিবর্তন ও বিবর্তনের ধারায় অনেক কাল ধরে অনেকগুলো স্তর বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়েছে।

বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম নির্ভরযোগ্য সাহিত্য নিদর্শন হল চর্যাপদ। চর্যাপদের পাভুলিপি পাওয়া যায় নেপাল রাজদরবারের গ্রন্থশালায়। সেখান থেকে ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রাসাদ শাস্ত্রী। তাঁর সম্পাদনায় হাজার বছরের পুরান বাংলা ভাষার বৌদ্ধগান ও দোহা নামে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে চর্যাপদ প্রকাশিত হয় ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে। এতে মোট চব্বিশ জন কবির পঞ্চাশটি পদ আছে। সর্বাধিক তেরটি পদ লিখেছেন কাহ্নপাদ। তবে মধ্যযুগে বাংলা ভাষায় বিচিত্র কাব্যধারার সৃষ্টি হয়েছে। আবির্ভূত হয়ে ছিলেন অনেক প্রতিভাবান কবির।

আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গীতাঞ্জলি কাব্যের জন্য ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে পেয়েছে নোবেল পুরস্কারের গৌরব। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে সত্যজিত রায়ের অস্কার পুরস্কার লাভও গৌরবের। যুগে যুগে অনেক কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক, ভাষাবিদ বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছেন। এখনও বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করার কাজে নিয়োজিত আছেন অনেকে। বাংলা ভাষায় অনেক বিদেশী শব্দ ঢুকেছে। বলা যায় ঢাকা আধুনিক বাংলা ভাষার রাজধানী।

পৃথিবীতে একমাত্র বাঙালি জাতি ভাষার জন্য লড়াই সংগ্রাম করেছে। প্রাণ দিয়েছে। পৃথিবীতে এ ধরনের নজির আর দ্বিতীয়টি নেই। আজ একুশে ফেব্রুয়ারি বিশ্ব মাতৃভাষা দিবস। বাংলা ভাষায় রয়েছে বৈচিত্র্য। এক এক অঞ্চলের ভাষা এক এক রকম। ভাষা শুনে বুঝা যায় যে লোকটা কোন অঞ্চলের। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ও নিজেস্ব ভাষা রয়েছে। ঢাকা, চট্টগাম, নোয়াখালী, সিলেট, বরিশাল, রংপুর, দিনাজপুর, ময়মনসিংহ, পাবনা, যশোর, কুমিল্লা, রাজশাহী প্রায় প্রত্যেকটি অঞ্চলের ভাষা প্রকাশের নিজেস্ব ধরণ রয়েছে। এক অঞ্চলের মানুষ আর এক অঞ্চলের মানুষের ভাষা শুনে হাসে। কী অদ্ভুত ব্যাপার, তাই না?

আগে একটি গ্রামে একজন বা দুইজন শিক্ষিত মানুষ থাকতো। মানুষ চিঠিপত্র, আবেদনপত্র লেখার জন্য তার সাহায্য নিতো। শিক্ষিত নারীর সংখ্যা ছিল খুব কম। ক্লাস ফাইভ-সেভেন পড়া একটা মেয়ে কোন ঘরের বউ হয়ে আসলে তাকে দেখার জন্য ভীড় জমে যেত। কেউ একজন এসএসসি পরীক্ষা দিতে যাচ্ছে আর রাস্তার দুই ধারে দাঁড়িয়ে মানুষ আশীর্বাদ করছে। সামনে যাকে পাচ্ছে তাকে সে কদমবুসি করছে। সে এক দৃশ্য !

আস্তে আস্তে দিন বদলাতে থাকে। হু হু করে শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা বাড়তে থাকে। কাজের জন্য মানুষ আসে শহরে। প্রচুর মানুষ বিদেশে ও যাওয়া আসা করে। শহরে আসা এবং বিদেশে যাওয়া আসা করা মানুষগুলো শুদ্ধ বাংলা ভাষা চর্চা করে। সে আর তার আঞ্চলিক ভাষা বলতে চায় না বা বলতে লজ্জা পায়। সংকোচ বোধ করে। তবে অধিকাংশ মানুষ আঞ্চলিক ভাষা ও শুদ্ধ মিলিয়ে কথা বলে। এটা হলো ভাষা বিকৃত। অর্থাৎ সে না শুদ্ধ ভাষায় কথা বলে, না আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে। তবে এ ভাষায় কথা বলা মোটেও দোষের নয়। ভাষা বিজ্ঞানীদের উচিত যে বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষা নিয়ে গবেষণা করে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বই প্রকাশ করা। যাতে ভবিষ্যতে মানুষ জানতে পারে যে এক সময় তার এলাকার মানুষের মুখের ভাষা এ রকম ছিল। তা না হলে ধীরে ধীরে আঞ্চলিক ভাষার বিলুপ্তি ঘটবে।

বাঙালি জাতির গর্ব যে তাদের নিজেস্ব ভাষা রয়েছে। পৃথিবীতে অনেক জাতি আছে যাদের নিজস্ব কোন ভাষা নেই। আবার ভাষা আছে বর্ণমালা নেই এর রকম জাতির সংখ্যাও কম না। বাংলাদেশেও এ ধরনের উদাহরণ রয়েছে। অনেক ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর নিজেস্ব ভাষা থাকলেও সে ভাষার কোন বর্ণমালা নেই।

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ও মধ্যযুগে কবিতাই ছিল ভাব প্রকাশের প্রধান বাহন। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজকে কেন্দ্র করে বাংলা গদ্যচর্চা শুরু হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হলেন বাংলা গদ্যের জনক। প্রথম মানসম্মত গদ্য রচনা তাঁর। আধুনিক যুগে বাংলা ভাষার অনেক কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক, উপন্যাসিকের আবির্ভাব ঘটে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মীর মোশাররফ হোসেন, কায়কোবাদ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, সুফিয়া কামাল, আহসান হাবীব, ফররুখ আহমদ, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ উল্লেখযোগ্য।

একুশের অনুপ্রেরণাতেই স্বাধীন জাতিসত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর প্রভাবে বর্তমানকালে সাহিত্য-সংগীতে এক সমৃদ্ধ সংস্কৃতিকে লালন করে চলেছে। সব নাগরিকের উচিৎ ভাষার মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখা। কারণ ভাষা মানুষে মানুষে সম্পর্ক স্থাপন করে। ড.সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, বাংলা ভাষার উদ্ভবকাল ৯৫০ খ্রিস্টাব্দ। বিভিন্ন ভাষার অনেক শব্দ বাংলা ভাষায় স্থান করে নিয়েছে। এটা স্বাভাবিক। নিত্যনতুন শব্দ তৈরি এবং বিভিন্ন ভাষা থেকে শব্দ গ্রহণের মাধ্যমে বাংলা ভাষা আরও শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। ব্যবহারিক ও উপযোগিতার দিক থেকে এ ভাষা যে কোন ভাষার চেয়ে উৎকর্ষমণ্ডিত। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বাঙালি অধ্যুষিত এলাকায় বাংলা ভাষা প্রচলিত রয়েছে। প্রত্যেক জাতির কাছে তার মাতৃভাষার গুরুত্ব রয়েছে। পৃথিবীর উন্নত ভাষাগুলোর মতো বাংলা ভাষার ও দুটি রূপ। মৌখিক রূপ ও লিখিত রূপ। ফেব্রুয়ারি মাস এলে রেডিও, টিভিতে বাংলা ভাষা নিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয় প্রবন্ধ। ভাষা আন্দোলন হয়েছে প্রায় সত্তর বছর হলো। এতো বছর পরও সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু হলোনা। মাতৃভাষার মর্যাদা ও গুরুত্ব বিবেচনা করে সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু হোক।

# ভাষা আন্দোলন সকল চেতনার উৎস

ফেলিক্স আশাক্রা

বাহান্নের ২১ ফেব্রুয়ারি সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার আরো অনেকের বুকের তাজা রক্তে বাংলা ভাষা আমাদের প্রাণের হয়েছে। আমরা আজ স্বাধীন ভাবে নিজের মাতৃভাষায় কথা বলতে পারছি। আমাদের ইতিহাস এখানেই থেমে যায়নি। পরাধীনতার শিকল ছিঁড়ে স্বাধীনতাও আমরা অর্জন করেছি। বাঙালি জাতির অসম শক্তি-সাহস ইতিহাসের একটি সোনালী পাতা।

ছোটবেলায় দেখেছি, বিহারী, পাঞ্জাবীরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াত নানান পশরা ও খেলনাপাতি নিয়ে। তারা বাড়ি বাড়ি দিয়ে যেত, সাইকের, ঘড়ি, গরমকাপড়, কম্বল, ঔষধপত্র ইত্যাদি। তারা একবছর আগে এগুলো দিয়ে যেত, পরের বছর অর্থাৎ ১ বছর পরে পয়সা নিতে আসতো। লম্বা পাঞ্জাবী ও সালুয়ার পড়া লোকটি লম্বা লাঠি হাতে নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় এগুলো নিয়ে ঘুরে বেড়াত এবং বলে বেড়াত বন্ধু। আপলোকমে উর্দু বলেগা, বাঙাল নাহি বলেগা। তাদের এরকম কথা বলার কারণ তখন হয়তো অনেকেই বুঝতে পারেনি।

আমি তখন তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ি। ভাষা আন্দোলন শেষ হয়েছে বটে, কিন্তু আন্দোলনের রেশ তখনো কমেনি এবং পাঞ্জাবীদের জোর-জুলুম ও নিপীড়নও কমেনি। একবার আমরা স্কুলে ছোট করে শহীদ মিনার তৈরী করে ২১ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠান করতে চেষ্টা করেছিলাম। কাছেই ছিল বিজয়পুর ইপিআর (ইস্ট পাকিস্তান রাইফেল্‌স) ক্যাম্প। সকালে ৮-১০জন পাঞ্জাবী ইপিআর এসে শহীদ মিনারটি ভেঙ্গে দিয়ে যায়। আমরা শহীদদের স্মরণে প্রভাত ফেরী শেষ করি। ভাষা আন্দোলনের পর আরো ক্ষিপ্ত হয়ে পরে পাকিস্থানী শাসকরা। ভীত-শঙ্কিত হয়ে পড়েছিল তারা, ভবিষ্যতে আরো বড় ধরণের গণ-আন্দোলনে যেন তাদের ক্ষমতা হাতছাড়া হয়ে পড়ে। তাই তারা বাঙালিদের দমিয়ে রাখতে নানান কৌশল চালিয়ে যেতে থাকে। যেমন: বড় বড় কল-কারখানা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অফিস আদালতসহ ব্যাংকিং সুবিধাও তারা তাদের দেশে (পশ্চিম পাকিস্তানে) প্রসার করতে থাকে। কিন্তু এ দেশে আপামর জনতা যখন বুঝতে পারে যে, মাতৃভাষার জন্য আমাদের ছেলেরা জীবন দিতে পারে, তাহলে, দেশকে তাদের হাত থেকে মুক্ত করতেও পারবো আমরা। এই প্রত্যাশাকে অন্তরে লালন ও ধারণ করেছে অনেক দিন। তাই ভাষা আন্দোলনের দীর্ঘ ১৯ বছর পর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ৭১ এর গণ-আন্দোলনের এবং মুক্তিযুদ্ধেন মাধ্যমে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। দেশকে স্বাধীন করার পূর্বে আমারা মাতৃভাষাকে মুক্ত করেছি। যাতে আমরা নিজের ভাষায় গর্বের সাথে প্রতিবাদ করতে পারি। তাই আমরা বলতে পারি,

তোমার ভাষা আমার ভাষা।
বাংলাভাষা বাংলাভাষা
বাংলাদেশ স্বাধীন করো
বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো ইত্যাদি।

বাংলাভাষাকে জাতিসংঘ স্বীকৃতি দিয়ে ২১ ফেব্রুয়ারিকে “ভাষাদিবস” হিসেবে স্থান দিয়েছেন। তাই এ দিন বিশ্বব্যাপি সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। আমাদের জন্য গৌরবের বিষয় হলো আমাদের সরকার প্রধান জননেত্রী শেখ হাসিনা অনেকবার জাতীয় সংসদের সাধারণ পরিষদে বাংলায় ভাষণ দিয়েছেন।

৫২ এর ভাষা আন্দোলনই হচ্ছে স্বাধীনতা আন্দোলনের সকল চেতনার উৎস। তারই প্রবল স্রোতে পাকিস্থানীদের বৈরী মনোভাব ও বর্বরোচিত স্বার্থপরতা ছিন্ন হয়েছে। সফল হয়েছে স্বাধীনতার যুদ্ধ। আজকে ভাষা শহীদ, জাতির জনক শেখ মুজিবুরসহ সকল শহীদদের শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি॥

---

# ভাষা দিবসে বাংলাদেশের খ্রিস্টবিশ্বাসীদের ঘিরে কিছু কথা

**ফাদার সুশীল লুইস**

একটা ভাষার ভালবাসার জন্য মানুষ রক্ত দিয়েছে, জীবন দিয়েছে, একটি ভাষার জন্য বিশ্ব ভাষা দিবস হয়েছে; অথচ কিছু শিক্ষিত বাংলাদেশী সেই বাংলা ভাষাকে কবর দিচ্ছে, গর্ব ক’রে অনেক মা বাবা বলছে: আমার ছেলে বাংলা জানে না, পড়ে না। বাংলা ইংরেজি শিখতে হবে তবে নিজের মায়ের বা বাবার ভাষাকে বাদ দিয়ে সেটা কি সম্ভব? সে মা-বাবা কি লন্ডন পাসপোর্টধারী ইংরেজ, সন্তানেরাও কি তদ্রুপ? এটি কী ধরনের মানসিকতা? কথাগুলি একদিন মনোকষ্টে বলছিলেন এক যাজক। আজ অনেক ছেলে-মেয়ে ইংরেজী নিয়ে অনেক বেশী ব্যস্ত-সব লেখাপড়া ইংরেজীতে করে, আরো কত কী! আজ ভাষা নিয়ে কত কত ধরনের বানান লেখা! এক্ষেত্রে কারো কি কোন নিয়ন্ত্রণ আছে? আমি মনের কষ্টে, চিন্তায় এ লেখাটি লিখছি। এ বিষয়ে সচেতন হয়ে সবাইকে পদক্ষেপ ও ভূমিকা নিতে হবে।

দেশে বাংলা ভাষা লেখায় মিশনারী ও খ্রিস্টবিশ্বাসীগণের এক অসামান্য অবদান রয়েছে। আর আজকে আমরা সেটা ভুলে এক কৃত্রিম পাখায় উড়ে চলছি আর নিজেদের ভুয়া পাণ্ডিত্য দেখাচ্ছি। এতে করে মিশনারীদের এক বড় অবদান অস্বীকার করার অভিযান চলছে। বিভিন্ন স্থানে, নানাভাবে বলা হচ্ছে: তাদের অনেক উচ্চারণ, বানান ঠিক নয়। সেসব ঠিক করা দরকার। যদি ভুলই থেকে থাকে এতদিন তারা কোথায় ছিল- তাদের বিজ্ঞ বংশধরেরা কোথায় ছিল? যদি ভুলই থেকে থাকে তাহলে তারাও তো ভুলকে ভিত্তি ক’রে উপরে উঠছে সেটাই বা কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য কারণ তারা ভুল কেন্দ্র করেই তো সামনে যাচ্ছে- তারা তো মিথ্যা দিয়ে যাত্রা শুরু করছে। বাংলায় অনেক ধর্মীয় শব্দ এসেছে বিদেশী ভাষায় ভর ক’রে। তারা তাদের শব্দ বানান নিয়ে তাদের মতো চলুক আমরা আমাদের মতো আমাদের শব্দ বানান নিয়ে নিজেদের পথে চলি। আমাদের ভাষার শব্দ, বানান আমাদেরই থাকা উচিৎ। যারা এখানে হাত দিচ্ছে-তারা এতদিন কোথায় ছিল আর তারা এসব করার ভিত্তিই বা পেয়েছে কোথায়? এটা তো ধর্মের স্বাধীনতার এক ধরনের হস্তক্ষেপ। কথাগুলি বলছিলেন এক পণ্ডিত ব্যক্তি। আমি মনে করি আমাদের চিন্তা করার এ বিষয়ে আরো অনেক কিছু আছে। আসুন আমরা সবাই মিলে এ বিষয়ে আরো অনেক চিন্তা করি, আলোচনা করি, সময় সুযোগ থাকলে নিজেদের অস্তিত্ব, মিশনারীদের বিচিত্র অবদান টিকিয়ে রাখতে সব শেষ হবার আগে নিজেরা সচেতন হই, সক্রিয় হই, কিছু বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করি। তা না হলে কিছু বছর পরে মিশনারী অবদান অস্বীকার করা হবে-পরবর্তী বংশধর আর কিছু জানবে না। পরে তারা বলবে “আমরা করেছি”। মনে করি এ পরিবেশ চললে আমাদের জন্য সুফল আসবে না। আমরা আমাদের সন্তানদের সত্যিকার বাংলাদেশী সন্তান ক’রে গড়ে তুলি, দেশীয় সংস্কৃতিতে মানুষ ক’রে তুলি। নিজেরা দেশে অনেক অবদান রাখছি, আরো বেশী অবদান রাখি আর দেশ ও দেশের ভাষা, মানুষ, সংস্কৃতি সব ভালবাসি। সকল খ্রিস্টবিশ্বাসী বাংলাদেশে সচেতন হই, খেয়াল করি, এক হই আর এ বিষয়ে কার্যকর ও বাস্তব কিছু দৃশ্যমান পদক্ষেপ গ্রহণ করি। নিজেরা ভাষার ও বানানের ক্ষেত্রে এক হয়ে একপথে চলি- নিজেদের বিভাগ, দলাদলী থাকলে অন্যরা এ সুযোগ ব্যবহার করে নিজেদের স্বার্থ ও চিন্তা প্রয়োগ করবে, আর আমরা পড়ব বিপদে, পিছনে, তখন হেরে যাব। সকলে যারা নেতৃস্থানীয় তারা এ বিষয়ে উদ্যোগ ও নেতৃত্ব গ্রহণ করি সকলে মিলে এটা চাইতে হবে-কিছু কার্যকরী, বাস্তব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। “প্রতিবেশী’ পত্রিকাতেও এ বিষয়ে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে, এত বছর ধরে তা চলে আসছে; তাকে নিজস্ব গতিতে চলতে হবে। সকল বিশ্বাসীকে এ পথে এগিয়ে আসতে হবে-তা না হলে সে কেমন খ্রিস্টবিশ্বাসী? নিজেদের ইতিহাস, ঐতিহ্য, ভাষা-সংস্কৃতি প্রেম মনে রাখবে না, অনুসরণ করবে না?

# খ্রিস্টমণ্ডলীর কর্ণধার সাধু পিতর

### সনি রোজারিও

ঈশ্বরের রাজ্যের প্রতীক খ্রিস্টমণ্ডলী। এই ঐশ-রাজ্যের পরিচালক পদে পিতরকে নিযুক্ত করতে গিয়ে যিশু তাঁকে বলেন, “তুমি পিতর অর্থাৎ পাথর, আর এই পাথরেরই উপর আমি আমার মণ্ডলী গড়ে তুলব *(মথি ১৬:১৮)*।” যিশুর এই প্রতিশ্রুতির অর্থ, তিনি পিতরকে করে তুলবেন তাঁর ভাবী মণ্ডলীর সুদৃঢ় ভিত্তি। প্রভু যিশু তাঁর সেই মণ্ডলীর প্রধান ধর্মনায়ক হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন শিমন পিতরকে। তিনিই যিশুর প্রথম জাগতিক প্রতিনিধি অর্থাৎ প্রথম পোপ। তাঁর সাহায্যকারী ছিলেন অন্যান্য শিষ্যগণ। আর খ্রিস্টভক্তগণ হলেন মণ্ডলীর সদস্য। “আমি স্বর্গরাজ্যের চাবিকাঠি তোমারই হাতে তুলে দেব” *(মথি ১৬:১৯)*।” খ্রিস্টমণ্ডলীতে যিশুর এই বিশেষ প্রতিনিধিত্ব করার যে-অধিকার পিতরকে দেওয়া হয়েছে, পিতরের সমস্ত উত্তরসূরীও (অর্থাৎ পোপ- পদে সমাসীন হন যাঁরা, তাঁরা সবাই) সে-ই এই ক্ষমতার অধিকারী। প্রতি বছর ২২ ফেব্রুয়ারি খ্রিস্টমণ্ডলীতে পালন করা হয় সাধু পিতরের ধর্মাসন পর্ব। পোপগণ এই ধর্মাসন থেকে বিশ্বাস এবং নৈতিকতা বিষয়ে যে শিক্ষা প্রদান করেন, খ্রিস্টমণ্ডলী তা অভ্রান্ত সত্য হিসেবে স্বীকার করে নেয়। প্রেরিতদূত পিতরের ধর্মাসন পর্ব চতুর্থ শতাব্দী থেকে রোমে পালিত হয়। ধর্মাসন হচ্ছে ধর্মপালের শিক্ষাদানের দায়িত্ব ও অধিকারের প্রতীক। নব ধর্মপাল যখন তাঁর পদে নিযুক্ত হন, তখন একটি প্রতীকী অনুষ্ঠানে তিনি ধর্মপ্রদেশের ক্যাথিড্রাল গির্জায় রাখা ধর্মাসনে বসে তাঁর দায়িত্ব-ভার গ্রহণ করেন। ষোড়শ শতাব্দীতে শিল্পী লোয়ারেঞ্জ বারনিনি এক চেয়ারের বেদী তৈরী করেন এবং শিল্প-প্রেমী পোপ ৮ম উর্বানের সময় কাজ শুরু হলেও তা শেষ হয় পোপ ৮ম ক্লেমেন্টের সময়। বর্তমানে এই প্রতীকী চেয়ার সাধু পিতরের মহামন্দিরে শোভা পাচ্ছে।

### সাধু পিতরের পরিচয়

সাধু পিতর যিশুর বারজন শিষ্যদের মধ্যে একজন। যোনার ছেলে *(মথি ১৬:১৭)* শিমন ছিলেন গালীল সাগরের পূর্বের একটি ছোট শহর বেসাইদার অধিবাসী *(যোহন ১:৪৪)*, যে শহর থেকে আরো এসেছেন ফিলিপ আর অবশ্যই শিমনের ভাই আন্দ্রিয়। তাঁর কথায় গালেলিয়ার টান ছিল। আর ভাইয়ের মতো তিনিও একজন জেলে ছিলেন, যাকোব ও যোহনের পিতা জেবেদের পরিবারের সঙ্গে তিনি গেন্নেসারেৎ হ্রদে মাছের এক ছোট ব্যবসা চালাতেন *(লুক ৫:১০)*। সেই অনুসারে, যুক্তিসঙ্গতভাবেই তিনি নিশ্চয় স্বচ্ছল ছিলেন এবং ধর্মের বিষয়ে অকৃত্রিম উৎসাহের দ্বারা, ঈশ্বরের জন্য আগ্রহের দ্বারা চালিত হয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন যেন ঈশ্বর এই জগতে হস্তক্ষেপ করেন- এমনই এক আগ্রহ যা তাঁকে দীক্ষাগুরু যোহনের প্রচার শোনার জন্য তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে যুদেয়া যেতে অনুপ্রাণিত করেছিল *(যোহন ১:৩৫-৪২)*। তিনি একজন বিশ্বাসী ও ধর্মপালনকারী ইহুদী ছিলেন যিনি ঈশ্বরের জনগণের ইতিহাসে তাঁর সক্রিয় উপস্থিতিতে আস্থা রেখেছিলেন এবং তাঁর সময়ে স্বচক্ষে দেখা ঘটনাসমূহে ঈশ্বরের শক্তিশালী কর্ম দেখতে না পেয়ে দুঃখ করেছিলেন। তিনি বিবাহিত ছিলেন এবং তাঁর শাশুড়ী, যাকে যিশু পরে একদিন সুস্থ ক'রে তুলেন, কাফার্নাউমের ছোট শহরের একটি বাড়ীতে বাস করতেন। সেই শহরে থাকাকালে শিমনও সেই বাড়ীতে ছিলেন *(মথি ৮:১৪; মার্ক ১:২৯; লুক ৪:৩৮)*।

### সাধু পিতরের প্রাধান্য

প্যালেষ্টাইনের নিকটবর্তী স্থানগুলিতে, যেমন এশিয়া মাইনর অর্থাৎ বর্তমান তুরস্ক, ক্রীট এবং গ্রীসের প্রদেশগুলিতে খ্রিস্টধর্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করতে থাকে। খ্রিস্টমণ্ডলীর অধ্যক্ষ হিসাবে পিতর নব-প্রতিষ্ঠিত ধর্মাঞ্চলগুলি পরিদর্শন করতে যেতেন। শিষ্যগণ রোমীয় সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করে খ্রিস্টমণ্ডলীর দৃঢ় ভিত্তি রচনা করলেন। তাঁদের প্রচার কার্যে অসংখ্য বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। মাঝে মাঝে এমন ভ্রান্ত ধর্মমত উদ্ভুত হয়েছিল, যা ভক্তদের মধ্যে বিভ্রান্তির কারণ হত। শিষ্যগণ দেশ-দেশান্তরে গিয়ে নতুন সমস্যার সম্মুখীন হলেন, যা সমাধান করার জন্য অপরাপর শিষ্য, বিশেষভাবে পিতরের পরামর্শের প্রয়োজন হত। আর সেজন্য তাঁরা জেরুসালেমে গিয়ে মিলিত হতেন। এখানে সম্ভবত যিশুর শেষ ভোজের গৃহে ৪৯ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত হয়েছিল প্রথম ‘এক্যুমেনিক্যাল কাউন্সিল’ (Ecumenical Council) বা মহাধর্মসভা। এই সভায় পিতরের প্রাধ্যান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যে-সব পৌত্তলিক খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হবে, তাদের ইহুদী প্রথানুসারে ত্বকছেদ করা বিধেয় - এই বিষয়ে শিষ্যদের মধ্যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু পিতর ধর্মগুরুরূপে নির্দেশ দিয়েছিলেন, দীক্ষিত খ্রিস্টভক্তদের ক্ষেত্রে যা বাহ্য, তা তাদের পালন করতে বাধ্য করা অনুচিত। তিনি এই উপদেশও দিয়েছিলেন যে, অ-ইহুদীদের কাছেও খ্রিস্টের বাণী প্রচার করা বিশেষ কর্তব্য। অন্যান্য শিষ্যগণ পিতরের বক্তব্যে পূর্ণ সম্মতি দিয়েছিলেন।

যিশুর ব্যবহৃত তিনটি রূপক নিজে থেকেই স্ফটিক-স্বচ্ছ: পিতর হবেন *প্রস্তরময় ভিত্তি*, যার ওপর তিনি মণ্ডলীর ইমারত নির্মাণ করবেন, তাঁর দৃষ্টিতে যোগ্য লোকদের জন্য স্বর্গরাজ্য খোলার বা বন্ধ করার জন্য তিনি হবেন স্বর্গরাজ্যের *চাবি*; পরিশেষে মণ্ডলী ও জীবনের জন্য যা কিছু প্রতিষ্ঠা ও নিষিদ্ধ করার প্রয়োজন ব'লে তিনি মনে করবেন, সেই অর্থে তিনি তা *বেঁধে রাখতে* ও *খুলে দিতে* পারবেন। সাধু পিতরের প্রাধান্য হচ্ছে অধিকারের। তবে সব সময়ই আমাদের মনে রাখতে হবে, মণ্ডলী খ্রিস্টের। সাধু পিতর হলেন খ্রিস্টের দৃশ্যমান প্রতিনিধি।

### রোম নগরীতে সাধু পিতর

উপদেশ পরস্পরায় ও তথ্যাভিজ্ঞ মহলের অভিমতে এবং পিতরের পত্রের প্রথম অধ্যায়ে জানা যায়, পিতরও সেই সময় পলের আগে রোম নগরীতে এসে সেখানে বাস করছিলেন। তবে পল কখন, কিভাবে রোম নগরীতে এসেছিলেন তার কোন সঠিক তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। পিতর সর্বপ্রথম তাঁর পরিচালনা কেন্দ্র বর্তমান তুরস্কের (সিরিয়ার পুরাতন শহর) অন্তর্গত আন্তিয়োক শহরে স্থাপন করেন। প্রয়োজনে তিনি জেরুসালেমে যেতেন। কিন্তু যেহেতু রোম হল তখনকার সভ্য জগতের কেন্দ্র এবং মণ্ডলীর পরিচালনার উদ্দেশে উপযুক্ত স্থান, সেজন্য তিনি রোমে গিয়ে সেখানে ২৫ বৎসর ধরে তাঁর ধর্মকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি হলেন রোমের প্রথম বিশপ। পরবর্তী পোপগণও মণ্ডলীর মূখ্য অধ্যক্ষ হওয়া ছাড়াও তাঁরা হলেন রোমের বিশপ। রোম মহানগরী সাতটি ক্ষুদ্র পর্বতে গঠিত। তার অন্তর্গত ‘ভাটিকান’ নামক ক্ষুদ্র পর্বতে ক্রুশকাষ্ঠের নিচের দিকে মাথা ঝুলিয়ে সম্ভবত ৬৭ খ্রিস্টাব্দে পিতরকে হত্যা করা হয় এবং পরবর্তীতে তাঁর নামে, তাঁর কবরের ওপর মহামন্দির নির্মাণ করা হয়।

পিতরের জন্য এটা ছিল দীর্ঘ যাত্রা যা তাঁকে বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষী, “মণ্ডলীর প্রস্তর” ক'রে তুলেছে কারণ যিশুর আত্মার কার্যের প্রতি তিনি অবিরামভাবে উন্মুক্ত ছিলেন। যে বিশিষ্টতম অবস্থান যিশু পিতরকে প্রদান করতে চেয়েছিলেন, তা মঙ্গলসমাচারের বিভিন্ন ঘটনার মধ্যদিয়ে এই নিশ্চয়তা প্রদান করে যে, যিশুর মনোনিত প্রেরিতদূত সাধু পিতরই খ্রিস্টমণ্ডলীর কর্ণধার। খ্রিস্ট নিজে তাঁর মেষদের দেখাশুনা করার জন্য সাধু পিতরকে মনোনীত করেন এবং পালন করার দায়িত্ব দিয়েছেন। প্রৈরিতিক উত্তরাধিকার সূত্রে যুগে যুগে পোপগণ খ্রিস্টমণ্ডলীকে পরিচালনা দান করছেন। পোপ ফ্রান্সিস হলেন ২৬৬তম পোপ, তিনিও সাধু পিতরের উত্তরসূরী হিসেবে সেই এই ক্ষমতার অধিকারী।

### কৃতজ্ঞতা স্বীকার

১. আগষ্টিন, জি.: খ্রীষ্ট-মণ্ডলীর ইতিহাস, সাধু যোসেফ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট অফ্ প্রিন্টিং, কৃষ্ণনগর, ২০০৫।

২. বন্দ্যোপাধ্যায়, সজল ও খ্রীস্তিয়াঁ মিংঙো এস. জে: *মঙ্গলবার্তা*, ঢাকা, প্রতিবেশী প্রকাশনী, ২০১১।

৩. পোপ ১৬ বেনেডিক্ট (অনুবাদক- ফা: তুষার জেমস গমেজ): *সূচনালগ্নের খ্রীষ্টমণ্ডলী, প্রেরিতদূত ও তাদের সহোযোগীবৃন্দ*, জাতীয় ধর্মীয় ও সামাজিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, যশোর, ২০১১।

# বাংলাঃ আমার প্রাণের ভাষা

**ফাদার মাইকেল মিলন দেউরী**

বাগযন্ত্রের মাধ্যমে উচ্চারিত শব্দ ও শব্দমালাকে বলা হয় ভাষা। ভাষার মধ্যদিয়েই আমরা আমাদের মনের ভাব ও ভাবনাগুলো প্রকাশ করি। আর মনের ভাব প্রকাশের দুই ভাবে প্রকাশিত হয় কথা বলা ও লেখার মধ্যদিয়ে। আবার প্রতিকী ভাষায় ব্যবহার লক্ষ্যণীয়। ভাষার মাধ্যমেই প্রকাশিত জাতি সত্তা ও কৃষ্টি সংস্কৃতি। মানব সভ্যতা ও প্রাত্যহিক জীবনে ভাষার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অপরিসীম! একটি জাতি সত্তার অস্তিত্ব টিকে থাকে ভাষা ও কৃষ্টি সংস্কৃতির মধ্যদিয়ে। আমরা আমাদের মনের অনুভূতি চিন্তা চেতনা ভাষার মাধ্যমেই প্রকাশ করে থাকি। আর ভাব বিনিময় বা আদান প্রদান হয় বলা, লেখা ও ইশারা/সাংকেতিক ভাষার মধ্যদিয়ে। আর এতেই বুঝতে পারছি প্রাত্যহিক জীবনে ভাষার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অপরিসীম।

## বাংলা ভাষা ও ইতিহাস

বাংলা ভাষার ইতিহাস প্রায় ১৩০০ বছর পুরানো। চর্চাপদ থেকেই বাংলা ভাষার উৎপত্তি বাংলা ভাষার লিপি বা লিখিত রূপ বাংলা লিপি বা বাংলা হরফ। অষ্টম শতাব্দী হতে বাংলায় রচিত সাহিত্যের যাত্রা থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতাব্দীতে এসে ভাষার বর্তমান রূপ গ্রহণ করেছে। বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি ও বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশে তথা বাংলা ভাষার অধিকার রক্ষা ও স্বাধীনতা সংগ্রামে ভাষা ও সাহিত্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বহন করেছে।

১৯৪৭ থেকে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশের (পূর্ববাংলা) বাংলা ভাষা আন্দোলন আমাদের বাঙালি জাতির অস্তিত্বের যোগসূত্র স্থাপন করেছে। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের রাষ্ট্রভাষা বাংলা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ও দাবী আদায় করে বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠিত হয়। আর এ অধিকার প্রতিষ্ঠা এত সহজ ছিলনা। নানা সংগ্রাম ও বুকের তাজা রক্তের বিনিময়ে বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর এই আন্দোলনই ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতা আন্দোলন ত্বরান্বিত করে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে।

১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলাভাষা প্রচলন আইনের মধ্যদিয়ে বাংলাদেশের সকল রাষ্ট্রীয় কাজে বাংলা ভাষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়! ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে ভাষা শহিদদের সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে ইউনেস্কো ২১ ফেব্রুয়ারি দিনটিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা করে!

## মাতৃভাষা বাংলা ও গুরুত্ব

মানব জীবনে মাতৃভাষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অসীম। মাতৃভাষার মাধ্যমেই ব্যক্তি তার মনের ভাব পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করতে পারে। ভাষাবিজ্ঞানীরাও এ বিষয়ে গবেষণা করেছেন! মাতৃভাষা দক্ষতা অর্জনে ব্যক্তি চৌকোস হয়! অধিক তাড়াতাড়ি সবকিছু আয়ত্ব করতে পারে! আর যে ব্যক্তি মাতৃভাষায় দক্ষতা অর্জন করে সে খুবই তারাতাড়ি অন্য বিদেশি ভাষাও রপ্ত করতে পারে! নিজের ভাষায় দক্ষ হয়ে অন্য ভাষাকে রপ্ত করে আমরা আমাদের জ্ঞানের পরিধি বাড়িয়ে তুলি! আর্থ-সামাজিক ও জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতির শীর্ষে হলে প্রথমেই দরকার মাতৃভাষার দক্ষতা অর্জন! তাই মাতৃভাষা মানব জীবনের বিকাশ ও প্রকাশের পূর্ণাঙ্গ মাধ্যম।

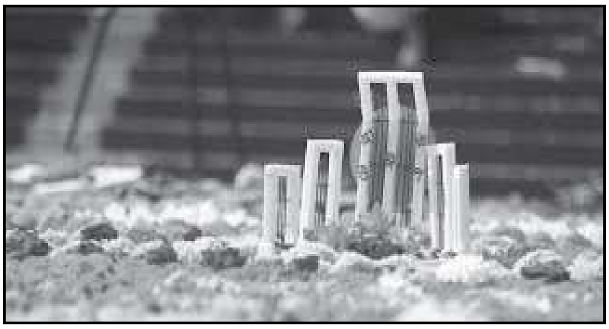

বাংলা আমার মাতৃভাষা তার জন্য আমি গর্বিত ও ধন্য! জন্ম থেকে শুরু করে বেড়ে ওঠা, মনের ভাবনা চিন্তা প্রকাশ,  শিক্ষা-সংস্কৃতি, সাহিত্য সবই হয়েছে আমার বাংলাভাষায়! বাংলা আমার প্রাণের ভাষা। বাংলা আমার মায়ের ভাষা। মানব জীবনে জন্ম থেকে বেড়ে ওঠা, অনুভূতি প্রকাশে ও বিকাশে, শিল্প-সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান, উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি ও জাতি হিসাবে নিজের পরিচিতি সবকিছুতেই মাতৃভাষা বাংলা জড়িয়ে আছে!

মাতৃভাষা বলা, লেখা ও মর্যাদা রক্ষা করার মধ্যদিয়েই আমার ও আমাদের জীবনে বাংলাকে গুরুত্ব দিতে হয়! আর মাতৃভাষা বাংলা রক্ষা ও শুদ্ধভাবে বলা ও লেখার মধ্যদিয়ে অন্যদের সাথে নিজ দেশ ও ভাষাকে তুলে ধরাই আমাদের গর্ব!

## বাংলা ভাষা ও বাস্তবতা

মাতৃভাষা বাংলার জন্য সংগ্রাম করে রক্ত দিতে হয়েছে যার ফলে রাষ্ট্রভাষা বাংলা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে! বাংলা ভাষা আন্দোলনই স্বাধীনতা আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে! আমরা বাংলাদেশী ও বাংলাভাষী হিসেবে গর্বিত! আমাদের মাতৃভাষা বাংলাকে রক্ষা ও প্রতিষ্ঠার জন্য জীবনোৎসর্গ ও মহান ত্যাগের বিনিময়ে বাংলাভাষা আজ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে! আমাদের ভাষা আন্দোলনের স্মরণে ২১ ফেব্রুয়ারি সারা বিশ্বে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হয়! আমরা এই অর্জনের জন্য গর্বিত!

আমাদের নিজেদের ভাষা ও এই ভাষায় লেখনি সাহিত্য, গান ও কৃষ্টি-সংস্কৃতি অনেক সমৃদ্ধ! এর পাশাপাশি আমরা অন্য ভাষাও শিখছি আর নিজেদের আরও দক্ষ করে তুলছি! অন্য ভাষা শিখব লিখব ও নিত্যদিনের প্রয়োজনে ব্যবহার করব তা তো দোষের কিছু নেই! বাস্তবতা হল, জেনে বা না জেনে বুঝে বা না বুঝে আমরা বিশ্বায়নের যুগে এমন ভাবে বাংলা ভাষাকে ব্যবহার করছি যা শুধু দোষেরই নয়! বরং রীতিমতো লজ্জার ও মূল্যবোধের অবক্ষয়! এতে করে বাংলা ভাষার সাথে আমি যে ভাষাটি ব্যবহার করছি এতে আমার প্রাণের ভাষা বাংলার সাথে সে-ই ভাষাটিকেও দোষনীয় করছি! এতে করে ভাষা সৌন্দর্য, মর্যাদা ও গুরুত্ব হারিয়ে যাচ্ছে! প্রতিটি ভাষারই নিজের হরফ, ধরণ ও বৈশিষ্ট্য আছে!

এই কর্মের ফলে আমাদের ভাষায় অনেক শব্দ যেমন হারিয়ে যাচ্ছে, তেমনি ভাষার অর্থ, সৌন্দর্য ও গুরুত্ব হারিয়ে যাচ্ছে! আর এতে আমিই আমাকে বাংলাদেশী হিসাবে অপমান করছি! আমাদের এই কার্যক্রমের ফলে রক্তে অর্জিত মায়ের ভাষা বাংলা ও ভাষা সৈনিকদের অপমান করছি! নিজেই নিজের ভাষা ও জাতিকে খাটো করছি! আর এটা কোনভাবেই কাম্য নয়!

## উপসংহার

বাংলা আমার প্রাণের ভাষা! এই ভাষা নিয়ে আমি গর্বিত ও আনন্দিত! আমি আমার মাতৃ ভাষা নিয়ে শঙ্কিত! কেননা বাংলাকে নিত্যদিন বলা, লেখা ও উপস্থাপনায় যেভাবে কাটা-ছেঁড়া করা হচ্ছে তাতে বাংলা ভাষাই নষ্ট নয় বরং মিশ্র এক ভাষায় পরিণত হচ্ছে!  মাতৃ ভাষা দিবসে শহীদদের স্মরণে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানোই যথেষ্ট নয় বরং প্রতিজ্ঞা করা দরকার, রক্ত দিয়ে যে ভাষার অধিকার অর্জিত হয়েছে তা শুদ্ধভাবে বলে ও লিখে তার মর্যাদা রক্ষা করব!

# ভালোবাসি তোমাকে

### ফাদার প্রলয় আগষ্টিন ডি'ক্রুশ

তন্দ্রার আবেশে ঘুমিয়ে পড়ি

তোমার কথা ভেবে

ভোরের রোদ্দুরে ঘুম ভাঙ্গে, জেগে উঠি,

তোমারই ছবি দেখে।

কি সকাল কি বিকাল শুধু তুমি

তোমাকে ঘিরেই আমার দিন-রাত, আমার
যত বুলি।

ভালবাসার অভিব্যক্তি ব্যক্ত করতে কবিতার পংক্তিমালার বোধ হয় বিকল্প হয় না। তাই তো মানুষ তাঁর হৃদয়ের নানা রং- এর রাগ অনুরাগ প্রকাশিতে নানা রঙের ছটা ছড়িয়ে দেয় কবিতার মুগ্ধতায়; গড়ে তোলে ভালোবাসার আবেগের পাহাড়, নিত্য নতুন ছন্দময়। আর এইভাবেই শব্দের পর শব্দের মালা গেঁথে, ছন্দে ছন্দে আমাদের হৃদয়ের আবেগ প্রকাশ করতে গিয়ে পদ্ম রচিত হয়। মানুষের আবেগ বাঁধভাঙা জোয়ারের মত, তাই যদি কখনো ছন্দের অভাবও ঘটে, তবুও আবেগের বেগ কখনো থেমে যায় না, একে সামাল দেওয়া যায় না। মনের অব্যক্ত বেদনা ব্যক্ত করার অভিপ্রায়ে যদি ছন্দ ছুটে যায়, যদি টান পড়ে যায় নন্দনের ছন্দে তবে, তখন গদ্যকে অনুসঙ্গ করে। যে পর্যায়ে, যে ভাবেই হোক, আমরা সব সময় ভালোবাসাকে ভীষণভাবে মিস্ করি; ভালোবাসার অভাব অনুভব করি, এর অভাবটা প্রকটভাবে বুঝতে পারি। কাজে অকাজে, কাজের ফাঁকে, চিন্তা চেতনায়, যেখানে যেভাবেই থাকি না কেন, ভালোবাসা খুঁজে ফিরি।

আমাদের জীবনে ভালোবাসার রং বে-রং এর অভাব নেই। আমাদের হাসি-কাশি, ইশারা ঈঙ্গিত এই সবই আমাদের নিভৃত মনের ভালবাসা বহনের পরিবহন হিসাবে কাজ করে, এ সকলই অন্যের কাছে আমাদের প্রকাশিত বা অপ্রকাশিত ভালোবাসা জানান দেয়। এই সব কিছুই আমাদের রোমাঞ্চিত করে, সুখী করে, আনন্দ দেয়, এ সবই ভালোবাসার এক একটা রং আর রং-এর বিচ্ছুরণ। তা আমাদের মানস চোখে বা চর্ম চক্ষে যে ভাবেই ধরা দেয়। হতে পারে, সে দিনের প্রথম ভাগে পূর্বাকাশে উজালা স্নিগ্ধ রাঙ্গালোকের বিকিরণ, কিংবা হোক না সে শেষ বিকালের পশ্চিমাকাশের ঢলে পড়া রক্তিম আভা কিংবা কোন নিয়মিত যাত্রা পথে ছুটে চলা কোন আনমনা যাত্রীর লোকাল বাসে বসে থাকা অর্ধখোলা জানালার ঝিরিঝিরি হাওয়া মিশ্রিত মিষ্টি সোনালী রোদে মেশা দূরন্ত বাতাসে ছুটে চলা।

আমরা সকল কিছুর মধ্যে, প্রত্যেকটা দিনের ভাজে ভাজে, প্রতিটি বেলার পরতে পরতে, সৌন্দর্য খুঁজি, ভালবাসার নেশার আবেশে বুদ হতে চাই। কারণ আমরা ভালবাসা থেকে সৃষ্ট। আমাদের সৃষ্টি শিকড় ভালোবাসার মদির রসের গভীরে নিমজ্জিত। যে স্রষ্টার সৃষ্টি আমরা, সেই স্রষ্টা, সেই ঈশ্বর, নিজেই ভালোবাসা (*১ যোহন ৪:৮*)। তিনি তাঁর ভালোবাসা থেকে সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি তাঁর ভালোবাসা মানুষের মাঝে দিয়েছেন; যেন মানুষ ভালোবাসা ছড়িয়ে দেয়, ভালোবাসায় বসবাস করতে পারে। ঈশ্বরই প্রথম আমাদের ভালোবেসেছেন আর আমরা তাঁর ভালবাসার প্রতিউত্তর দিয়ে ভালোবাসাতে শিখেছি। ভালোবাসা ছাড়া পৃথিবীতে এমন কিছু নেই যা আমাদের পূর্ণ প্রশান্তি দিতে পারে। ভালোবাসায় পরিপূর্ণ কোন কাজ কখনো ব্যর্থ হতে পারে না। ঈশ্বরের উপস্থিতি আমাদের জন্য প্রকৃত ভালোবাসার অভিজ্ঞতা।

আমাদের ভালোবাসা প্রকাশের কত না মাধ্যম। আমরা কোন বন্ধুর বিবাহ বার্ষিকীতে শুভেচ্ছা কার্ড পাঠাই, তাকে স্মরণ করিয়ে দেই যে, আমি তাকে ভালোবাসি। 'ভ্যালেন্টাইস ডে' তে শুভেচ্ছা জানাই, ফুল উপহার দেই। নিজের উৎসব আয়োজনে নিমন্ত্রণ দেই, খাবার ভাগ করে খাই। এক কাপ চা নিয়ে বসে আড্ডা দিতে দিতে ঘন্টার পর ঘন্টা সময় পার করে দেই। এইগুলি আমাদের জীবনে ভালোবাসার শ্রীবৃদ্ধি ঘটায়, ভালোবাসাকে বাঁচিয়ে রাখে, জীবনকে সতেজ রাখে, ভালোবাসার জীবনে জোয়ার এনে দেয়।

আমাদের অপ্রকাশিত ভালবাসা সব, প্রকাশনার একটা ব্যাকুলতা হৃদয়ে অনবরত গলায় বিঁধে থাকা কাঁটার মত পীড়া দেয়, তাই হৃদমাজারে লুকিয়ে থাকা গভীর ভালবাসা ধোঁয়ার মত অনবরত কুণ্ডলি পাকিয়ে পাকিয়ে উঠে আসে আর মিশে থাকে, মিলে যায়, ধোঁয়ার আবেশে, আবডালে, মনের অজান্তে প্রকাশ করে যায় ধোঁয়াশায় ধোঁয়াশায়। তাই তো প্রকাশিত প্রগাঢ় প্রণয় প্রিয় মানুষের দিকে গভীর চোখে তাকিয়ে থাকা, ভাষাহীন ভাষায়, ভাবের ভাবলেষে। নিঃশব্দে কাছাকাছি বসে থাকা, অযথা সময় নষ্ট করা, যুক্তিহীন বুলি, মুক্তিহীন মুগ্ধতা।

'ভালোবাসি তোমাকে', এ এক গভীর কথা। অনেক দিনের জমানো, ডিপ ডিপ বুক কাঁপানো, খুঁজে ফেরা, লুকিয়ে রাখা অজস্র গভীর কথার এক কথা। অভিধানে চোখ বুলিয়ে বুলিয়ে হাজার শব্দ হতে আলতো করে তুলে আনা একটা নরম পালক। কত দিনের অপেক্ষা! কত দিন কর্ণ গোচর হওয়ার প্রত্যাশা এই একটি মাত্র শব্দের জীবন্ত উপস্থিতির 'ভালোবাসি তোমাকে'। মানব মনের হৃদয় গহিনে এই আকাঙ্ক্ষা অবিরত নিঃসিমে বেজে চলেছে অবিরত। এই শব্দটা কত যে পরম সম্পদ, বলতে চাই তো চাই, আবার শোনারও যে তর সয় না, শুনতেও চাই। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে যেখানে ভালোবাসার ছড়াছড়ি সেখানেই এই 'ভালোবাসি তোমাকে' বলার বা শোনার এত বাড়াবাড়ি থাকে না। এই বুলি সব সময় বলারও প্রয়োজন পড়ে না। মন জেনে যায় মনের কথা।

ভালোবাসার ভাষা হল সুবচন। শুধু গভীর আবেগই নয়, গভীর মঙ্গলময়তা। আমরা যখন ভালোবাসার ভাষা ব্যবহার করি তখন যে কোনভাবে, কোন না উপায়ে কোন না কোন মানুষ উপকৃত হয়। কোন না কোন মন্দতা পরাজিত হয়, দূরিভূত হয় কালো থাবা। কেননা ভালোবাসার কাজই হলো ভালো কিছুর সৃষ্টি করা। মানুষের ভালো প্রয়োজন পূরণ করার নিমিত্তে নতুন পথ আবিষ্কার করা। তাই পবিত্র বাইবেলে, যেখানে ঈশ্বরের স্বরূপ উন্মোচিত করা হয়েছে, তার সমগ্রটা জুড়েই রয়েছে ভালোবাসার কথামালা; কেননা স্বয়ং ঈশ্বরই ভালোবাসা *(১ম যোহন ৪:৮)*। প্রবচন গ্রন্থে বলা হয়েছে "মনোহর বাণী মৌচাকের মত; তা জিহ্বার পক্ষে মাধুর্য, স্বাস্থ্যের পক্ষে নিরাময়" *(প্রবচন ১৬:২৪)*। সুতরাং মৌচাকের মধুর মত সুমিষ্টতা ছড়ানোই ভালোবাসার বৈশিষ্ট্য। ভালোবাসা হল বহু রোগব্যাধির মহৌষধ, যা মানুষকে আত্মিক ও মানসিক নিরাময়তা দান করে। মানুষের জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং তদ্বারা মধুমিশ্রিত বাণী প্রকাশ পায়।

ভালোবাসার নিগূঢ় সংবাদ হল মানুষকে ভালো রাখার প্রক্রিয়ার মধ্যে প্রবেশ করা এবং কিসে মানুষের মঙ্গল হয়, ভালো হয় তা খুঁজে বের করে প্রসার করা। ভালোবাসা দিবস উদ্‌যাপনে আমরা ব্রতী হই- 'আমি ভালো কিছু করব'। আমার দ্বারা কারো কোন ক্ষতি হতে দিব না। ভালোবাসা দিবস উদ্‌যাপনের জন্য আমাদের পারস্পরিক ভালোবাসার বন্ধনে যুক্ত হওয়া একান্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারও প্রতি বিরাগভাজন হয়ে, দুঃখী মানুষকে পাশ কাটিয়ে আমরা কিভাবে ভালবাসা দিবস উদ্‌যাপন করতে পারি! হয়তো আমাদের মধ্যে কোন বন্ধু আছে হতাশাগ্রস্ত, সংগ্রাম করছে জীবনের সঙ্গে, বাস্তবতার সঙ্গে, হয়তো একাকী চোখের জল মুছে রাত দিন এক করে তুলছে; তার কাছে ভালোবাসা দিবস কোন অর্থ বহন করে না। আমাদের কোন সান্ত্বনার বাণী, সুপরামর্শ, তার প্রতি করা অন্যায়ের প্রতিরোধ করে যদি তার পক্ষে দাঁড়াতে পারি, তবেই না প্রকৃত ভালোবাসা দিবস উদ্‌যাপন করলাম। আমাদের উপস্থিতি, সহানুভূতি, সমর্থন, প্রতিরোধ মানুষকে প্রকৃত ভালোবাসার তাৎপর্য বুঝতে সহায়তা করে। হতাশাগ্রস্ত, দুঃখে ম্রিয়মান মানুষকে নতুনভাবে বেঁচে থাকার আশা জাগায়, তাকে ভালোবাসার সন্ধান দেয়, ভালোবাসতে শেখায়। সেখানেই আমাদের হয় সার্থক ভালোবাসা দিবস উদ্‌যাপন।

# বাঙালির হৃদয়াকাশে বায়ান্নর একুশ ও মাতৃভাষা ভাবনা

**- প্রতিবেশী ডেস্ক**

হাজার বছরের পরিক্রমার এক পর্যায়ে এই প্রাচীন বঙ্গভূমির নাম হয়েছে বাংলাদেশ। এর অধিবাসীরা হলেন বাঙালি। বিশ শতকের গোড়ার দিকে পূর্ববাংলা ও আসাম প্রদেশকে নিয়ে একটি নতুন প্রদেশ হলে এ অঞ্চলে অন্য রকম এক জাতীয়তাবোধ তৈরি হয়েছিল। এটাই হলো ১৯05 খ্রিস্টাব্দের ‘বঙ্গবঙ্গ’। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হলে পূর্ব বঙ্গের মুসলিম সমাজ তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নিয়ে ভাবনায় পড়ে যায়। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ভারত ভাগের আগে বাংলার প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী দিল্লীতে মুসলিম লীগের এক কনভেনশনে ‘এক পাকিস্তান’ এর পক্ষে প্রস্তাব উত্থাপন করলে ভারতের পূর্বাঞ্চলে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন ভণ্ডুল হয়ে যায়। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪ আগস্ট সাম্প্রদায়িক দ্বিজাতিত্ত্বের ভিত্তিতে জন্ম হলো পাকিস্তানের। আমরা হলাম পূর্বপাকিস্তানের অধিবাসী। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের মার্চে পাকিস্তানের জনক মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ যখন ঢাকা সফরে আসেন, তখন বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার দাবিতে ছাত্র-জনতা বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিল।

১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে যে আন্দোলনের সূচনা হয়, ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে একুশে ফেব্রুয়ারিতে তার চূড়ান্ত রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি রফিক, জব্বার, বরকত, সালামসহ অগণিত ভাষাশহীদদের আত্মদানে। এই ভাষা আন্দোলনের পলল ভূমিতে বেড়ে উঠেছে নব আঙ্গিকে বাঙালি জাতীয়তাবাদ। বাঙালিত্বের পরিচয় ভাষা ও সংস্কৃতিকে অবলম্বন করে বেড়ে উঠলেও অচিরেই বাংলার রাজনীতিও এই চেতনার আলোয় উদ্ভাসিত হয়। বাঙালিত্বের চেতনা মূর্ত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে, গানে গানে। তার গান ‘আমার সোনার বাংলা’ ‘বাংলার মাটি বাংলার জল’, ‘স্বার্থক জনম আমার’ প্রভৃতি গানে বাঙালি জাতীয়াতাবাদী চেতনা নানারূপে উদ্ভাসিত হয়েছে। পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনীতির মূল ভিত্তি ছিল এই অসাম্প্রদায়িক মানবতাবাদী বাঙালি জাতীয়তাবাদ। ধরে নেওয়া হয় বাঙালির চেতনায় ভাষা দিবস বা শহীদ দিবস তথা ২১ ফেব্রুয়ারি সমুজ্জ্বল। ভাষা আন্দোলনের ৭০ বছর পরেও বাংলাদেশের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মানস জগতে ২১ ফেব্রুয়ারি চিন্তা ও চেতনা, বর্তমানে বাংলা ভাষার অবস্থা এবং মাতৃভাষা রক্ষা ও প্রসারে করণীয় কি সে বিষয়ে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী কতিপয় ব্যক্তিবর্গের মতামত নিয়ে তৈরি করেছে বায়ান্নর একুশ ও মাতৃভাষা বিষয়ক এক বিশেষ প্রতিবেদন।

## ব্রাদার নির্মল ফ্রান্সিস গমেজ সিএসসি

শিক্ষক, সেন্ট গ্রেগরী স্কুল এন্ড কলেজ

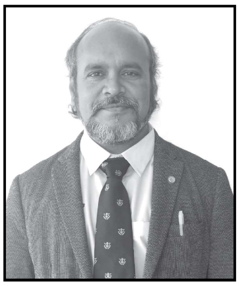

১৯৫২-এর ২১ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববাসীর কাছে এক নজিরবিহীন ইতিহাসের নাম। ইংরেজদের দুইশত বছরের শাসনের পর ১৯৪৭-এ পূর্ব-পশ্চিম পাকিস্তান এক করে প্রহসনমূলক দেশভাগ গুড়িয়ে দিয়েছে বাঙালি জাতির স্বাধীনতার রঙিন স্বপ্ন। তারপর শুরু পাকিদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা-সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও নানাবিধ বঞ্চনার কালো অধ্যায়। অবশেষে জঘণ্য উপায়ে তৎকালীন পাকি শাসক ‘জিন্নাহ’ ঘোষণা করে দিলো আমার মায়ের ভাষা বাংলা ভাষা চলবেনা, কেবল উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা”। সাথে-সাথে ছাত্র-শিক্ষকের প্রতিবাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়, “না, না, মানি না, মানবো না”, “আমার ভাষা তোমার ভাষা, বাংলা ভাষা বাংলা ভাষা”, “রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই”। বাংলার নির্ভীক ও দামাল সন্তান সালাম, রফিক, বরকত, জব্বার, শফিউর সহ বহু তাজা প্রাণের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হলো “বাংলা ভাষা”।

ইতিবাচকভাবে দেখলে, জাতিসংঘের সংস্থা ইউনেস্কো বাংলাকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসেবে এবং ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে মর্যাদা দিয়েছেন এবং তা যথাযথ মর্যাদার সাথে পালিত হচ্ছে। বিশ্বায়নের ফলে, বাঙালির উপস্থিতি ও বাংলার ব্যবহার গোটা বিশ্বে রয়েছে বলা চলে। আন্তর্জাতিক অঙ্গণে নানাবিধ সভায় রাষ্ট্রের পক্ষে বাংলায় ভাষণ দেয়া, বাংলায় সৃজনশীল লেখা, শিক্ষা ও গবেষণা বাংলা ভাষাকে অনেক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেছে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বাংলা ভাষাকে আন্তর্জাতিকতার সম্মান দিয়েছে, ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসেবে পালন করছে। এই স্বীকৃতি আমাদের উপরও অর্পণ করেছে আরও একটি দায়িত্ব। বাংলা ভাষার পাশাপাশি বাংলাদেশে অবস্থানরত ৫৪টি অপরাপর ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠির মোট ৩৭ মাতৃভাষা রয়েছে যাদের রাষ্ট্রীয় মর্যাদা পাওয়া ঐ সকল জাতি-গোষ্ঠির অধিকার। তার মধ্যে সান্তালী ও সাদ্‌রি, চাকমা, ত্রিপুরা, মারমা, মান্দি এই ছয়টি মাতৃভাষায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু হয়েছে মাত্র। এই ৩৭টি ভাষার প্রত্যেকটি অনুশীলনের প্রক্রিয়াকরণ, প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরে ঐ জাতিগোষ্ঠির সন্তানদের জন্য ঐ ভাষায় অভিন্ন পাঠ্যপুস্তক রচনা ও পাঠদানের ব্যবস্থাকরণ জরুরি। অন্যথায়, বাংলা এবং বিদেশী ভাষা ও কৃষ্টির চাপে এই ভাষাগুলো দ্রুতই হারিয়ে যাবে, হারিয়ে যাবে ঐসকল জাতিসত্ত্বা, নষ্ট হবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ভাষা সম্পদ, এই দায়ে দায়ী থাকবো আমরা বাঙালি জাতি। একদিন বাংলার জন্য যেভাবে রক্ত ঢেলে দিতে হয়েছে রাজপথে, আমরাও যেন এই ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠিকে সেই পথে হাঁটতে বাধ্য না করি, তবে ব্যর্থ হবে আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা দিবস অর্জন ও পালনের মাহত্ম্য।

## সিস্টার কার্মেল রিবেরু আরএনডিএম

প্রাক্তন প্রধান শিক্ষিকা, সেন্ট ইউফ্রেজিস স্কুল

বর্তমান বিশ্বের ভাষা-সংস্কৃতির দিকে লক্ষ্য করে আমি মনে করি ভাষার ব্যবহারের দুটি দিক আছে- একটি হলো সম্পর্ক/ যোগাযোগ, অন্যটি ভাষার শুদ্ধতা এবং ব্যবহার। বর্তমানে বাংলার মানুষ সম্পর্ক বা যোগাযোগের মাধ্যমে বাংলা ভাষায় বহু আঞ্চলিকতা, চলতি, লিখিত এবং বিশেষ করে ইংরেজী ভাষার মিশ্রণে অভ্যস্থ হচ্ছে। টিভি সংবাদ প্রচারে, স্কুল-কলেজে, পাঠদান, পাঠ্যবই ব্যবহারে শুদ্ধতা চর্চা করা হয়। তবে বাংলা ভাষার শুদ্ধ উচ্চারণ, বলা ও লেখার মধ্যে অনেক দুর্বলতা দেখা যাচ্ছে, এমনকি সম্মানিত ব্যক্তিদের বক্তৃতায় অশুদ্ধ উচ্চারণ ও ভাষার মিশ্রণ লক্ষণীয়। বাংলা ভাষার বক্তৃতায়, লেখা প্রস্তুতকালে বাংলা শব্দ ভাণ্ডার নিয়ে ভীষণ মুশকিলে পড়তে হয়। বাংলা আমার মায়ের ভাষা- এর সুশৃঙ্খল ব্যবহার করা আমার নৈতিক দায়িত্ব। একে সমৃদ্ধশালী রাখা ও চর্চা করা আমার দায়িত্ব। লেখক ও শিক্ষাদানকারীদের এ বিষয়ে নিখুঁত দৃষ্টিপাত প্রয়োজন। রবীন্দ্র, নজরুল, শরৎচন্দ্র, সুকান্ত প্রমূখ এর সংস্কৃতি, সমাজ দর্শন, অভিজ্ঞতায় লেখার ধরণ বর্তমান লেখকগণ হয়তো লিখবেন না। তবে স্থান-কাল, পাত্রভেদে, সাহিত্যচর্চা অনবরত গুরুত্বের সাথে

চালিয়ে নিতে হবে যেন বাংলা ভাষা উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি লাভ করে।

যার যার মাতৃভাষা রক্ষার্থে সরকার এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অবশ্যই আন্তরিক ও মনোযোগী হতে হবে এবং মাতৃভাষায় সাহিত্য সম্ভার বৃদ্ধির উপায় করে দিতে হবে। একই সাথে ছাত্র-ছাত্রী তথা পিতা-মাতা, অভিভাবক এবং সমাজকে সাহিত্য চর্চায় আন্তরিক এবং চিন্তাশীল হয়ে এগিয়ে যেতে হবে।

## সামসন হাঁসদা

সহকারি অধ্যাপক (ইংরেজি), রাজশাহী কলেজ

বাংলাভাষী মানুষের কাছে ২১ ফেব্রুয়ারি একটি গৌরবোজ্জ্বল দিন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে এই দিনে পূর্ব পাকিস্তানের মাতৃভাষা বাংলার দাবিতে ছাত্রদের আন্দোলনের উপর পুলিশের বর্বর ও কাপুরুষোচিত গুলিবর্ষণে সালাম, রফিক, জব্বার ও বরকতসহ আরও অনেকে প্রাণ হারায় বলে একে শহীদ দিবস হিসেবে পালন করা হয়। ভাষার জন্য বাঙালির এমন ত্যাগ ইতিহাসে বিরল তাই এটি মাতৃভাষা দিবস হিসেবেও স্বীকৃত। ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে ইউনেস্কো ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করলে ২০০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে দিবসটি জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলোতে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়ে আসছে। এটি খুব আনন্দের বিষয় যে আমাদের জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে বাংলা ভাষা ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এটি খুবই পরিতাপের বিষয় যে বাংলা ভাষা ব্যবহারে আমরা যথেষ্ট সচেতন নই। আমরা হরহামেশাই ভুল বানানে বাংলাকে ব্যবহার করছি। অনেক সময় ইংরেজির মিশ্রণে বাংলা ভাষাকে ব্যবহার করতে গিয়ে আমরা আমাদের বহু ত্যাগ-তিতিক্ষার এই ভাষাকে অপমান, অপদস্ত করে চলেছি।

যার যার মাতৃভাষা রক্ষার্থে আমাদের পরিবারে ও সমাজে নিজ ভাষা ব্যাপকভাবে চর্চা করতে হবে। সাহিত্য ও গান রচনার মাধ্যমেও ভাষা রক্ষা করা সম্ভব। সরকারিভাবে সকল প্রচলিত ভাষায় প্রাথমিক পর্যায়ে পড়ার ব্যবস্থা করতে পারলে খুব সহজেই ভাষা রক্ষা করা সম্ভব।

## মার্কুস লামিন

খাসিয়া যুবক, সিলেট ডায়োসিস

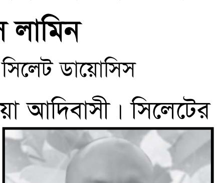

আমি একজন খাসিয়া আদিবাসী। সিলেটের দুর্গম পাহাড়ের একটি ছোট খাসিয়া পুঞ্জিতে (গ্রাম) আমার জন্ম। সেখানেই প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ চুকিয়েছি। ছোটবেলায় আমরা শিক্ষকের নির্দেশনায় ২১ ফেব্রুয়ারিতে 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো...' গানটি গেয়ে মাটি, বাঁশ-বেত ও কলাগাছ দিয়ে তৈরি করা অস্থায়ী শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানাতাম। প্রতিবছরই আমরা একই কাজ করতাম। কিন্তু দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় হলেও সত্য যে, ঐসময়ে দিনটির তাৎপর্য এতো বুঝতাম না। ৬ষ্ঠ শ্রেণি হতে উচ্চস্তরের শিক্ষা লাভের জন্য আমাকে পাহাড় ও পুঞ্জি ছেড়ে হোস্টেলে ও পরে সেমিনারীতে গিয়ে থাকতে হচ্ছে। আমি এসময়ে, মাতৃভাষার জন্য এদেশের তরুণদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে ২১ ফেব্রুয়ারিতে 'মহান শহীদ দিবস' পালনের বিষয়ে স্পষ্ট ধারনা লাভ করি। বিশ্বে একমাত্র বাঙালি জাতিই ভাষার জন্য রক্ত ঝড়িয়েছে, অকাতরে প্রাণ দিয়েছে। এ দিবসটির তাৎপর্য হলো প্রতিটি মাতৃভাষাকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া ও ভাষা নিয়ে সচেতন হওয়া।

আমরা প্রতিবছর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২১ ফেব্রুয়ারি বেশ ঘটা করে পালন করি। মাস জুড়ে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে আমরা নানা ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজন করি। অথচ সারা বছর ব্যাপি মাতৃভাষার চর্চার জন্য কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। শুধুমাত্র ১টি মাসে নয়, আমাদের সারা বছর সর্বত্র মাতৃভাষার চর্চা বাড়াতে হবে। আমি মনে করি, আমাদের নিজেদের এ বিষয়ে সতর্ক থাকলে বাংলা ভাষা পাবে প্রাণ, বিশ্বে বাড়বে বাংলা ভাষার মান। আমি আমার মাতৃভাষা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির ভবিষ্যত নিয়ে শঙ্কিত-চিন্তিত। তবে আমি মনে করি, আমাদের সুশীল সমাজ, বুদ্ধিজীবী, সরকার সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও আন্তরিকতা থাকলে বাংলাদেশে সহজে আমাদের ভাষা, কৃষ্টি-সংস্কৃতি, সংরক্ষণ, বিকাশ, চর্চা ও বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব।

## বীর মুক্তিযোদ্ধা সন্তোষ রড্রিকস

নাগরী, গাজীপুর

ছোটবেলাতেই জেনেছি ২১ ফেব্রুয়ারি আমাদের মাতৃভাষা দিবস। বহু প্রাণের বিনিময়ে আজ২১ ফেব্রুয়ারি, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। আমি সৌভগ্যবান যে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২৭ ফেব্রুয়ারি আমার জন্ম। ২১ ফেব্রুয়ারির প্রেরণাতেই আমরা '৭১ এর স্বাধীনতা সংগ্রামের শক্তি পাই। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার স্বীকৃতির মধ্যদিয়ে বাংলা ভাষা ও এর ইতিহাস আজ সারাবিশ্বে সমাদৃত হয়েছে। তাই আমি আশা করি সমস্ত পৃথিবীতে আমাদের ভাষা সম্মান ও সমৃদ্ধি লাভ করেছে এবং তা চলমান থাকবে। আমাদের দেশে বাংলা ভাষা ছাড়াও আরও অনেকগুলি আঞ্চলিক ভাষা প্রচলিত আছে। সেই ভাষাগুলি গবেষণা করে আরও উন্নতি করতে পারলে আমরা বাঙালি হিসেবে আরও ধন্য হবো।

## প্রসার ক্লেমেন্ট গমেজ

৮ম শ্রেণী, কাফরুল

২১ ফেব্রুয়ারি আমাদের আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা দিবস। বাংলা ভাষা একটি ইন্দো-আর্য ভাষা যা বাঙালি জাতির প্রধান কথ্য ও লেখ্য ভাষা। মাতৃভাষার সংখ্যায় বাংলা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা পরিবারে পঞ্চম। মোট ব্যবহারকারী সংখ্যা অনুসারে বাংলা ভাষা ৬ষ্ঠ বৃহত্তম ভাষা। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ত্রিপুরা, আসাম, ঝাড়খাণ্ড, বিহার, উড়িষ্যা রাজ্যগুলোতে উল্লেখযোগ্য পরিমানে বাংলাভাষী রয়েছে। ভারতে হিন্দির পর প্রচলিত ভাষা বাংলা। শিক্ষা পাঠ্যক্রমে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি বিষয়কসহ সর্ব প্রকার পাঠ্যপুস্তক ক্রমান্বয়ে বাংলায় লেখা ও অনুবাদের ব্যাপারে বাংলা একাডেমিকে তৎপর হতে হবে এবং বাংলা ভাষায় প্রণীত বই অনুসরণ শিক্ষাঙ্গণে বাধ্যতামূলক করতে হবে। রেডিও, টিভিতে বাংলা-ইংরেজী মিশেলে বাংলা ভাষার বিকৃতি রোধ করতে হবে।

## আইরিন মারীয়া মিন্‌জ

উচ্চ মাধ্যমিক, ২য় বর্ষ, দিনাজপুর

২১ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশসহ পশ্চিমবঙ্গ তথা সমস্ত বাংলা ভাষা ব্যবহারকারী জনগণের গৌরবোজ্জ্বল একটি দিন। এটি শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবেও সুপরিচিত। বাঙালি জনগণের ভাষাআন্দোলনের মর্মন্তুদ ও গৌরবোজ্জ্বল স্মৃতি বিজড়িত একটি দিন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। বর্তমানে বাংলা ভাষার ব্যবহার বলতে আসলে বাংলা ভাষা বিপদগ্রস্ত এ রকম একটা কথা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে খুব শোনা যাচ্ছে। বাংলার ক্ষেত্রে কথাটা অবশ্য নতুন নয়। পুরোনো উদাহরণ হিসেবে বলা যাক, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও বাংলার বিপদ নিয়ে উদ্বেগে ছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, 'বাঙালি ভদ্রলোক সন্তানরা পরস্পর কথা বলে ইংরেজীতে, চিঠিপত্র লেখে

ইংরেজিতে এবং হয়তো সেদিন বেশি দূরে নয়, যখন লোকে দূর্গাপূজার আমন্ত্রণপত্রও ইংরেজিতে লিখবে। আমাদের যার যার মাতৃ ভাষা রক্ষার্থে আমাদের পরিবার থেকে শেখা উচিত নিজেদের ভাষা এবং পরিবারে কোন শিশু জন্ম গ্রহণ করলে তাকে ভাষা শেখানোর ক্ষেত্রেও আমরা আমাদের মাতৃভাষা অর্থাৎ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর যে ভাষা সমাজে ব্যবহার বা বলে থাকি তা শেখানো দরকার। বর্তমানে উরাঁও ও সাঁওতাল ভাষায় লিপিবদ্ধ বা লিখিত রূপ দেওয়া যায়। তাহলেই যার যার মাতৃভাষা রক্ষা করা সম্ভব হবে বলে আমি মনে করি।

## পৌলিনুস কুজুর

অনার্স ৪র্থ বর্ষ, রংপুর

বাংলাদেশ আজ অব্দি যে সকল সংগ্রামের মুখোমুখি হয়ে ইতিহাস রচনা করে চলেছে তার অন্যতম ঐতিহাসিক ঘটনা যা ভাষা সংগ্রাম নামে পরিচিত তাহলো ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ। কিছুদিন আগে আমাদের দেশ মহাসমারোহে স্বাধীনতার অর্ধশত বার্ষিকী পালন করেছে। “মাতৃভাষা বলতে মূলত ‘মানুষ’ যে ভাষায় কথা বলতে সবচেয়ে বেশি পারদর্শী, যে ভাষাটি সে তার পিতামাতা বা অভিভাবকের কাছে থেকে ছোটবেলায় শিখেছে ও ভাষাটি যে অঞ্চলে বহুল প্রচলিত সে অঞ্চলের মানুষের মতোই ভাষাটিতে কথা বলতে সক্ষম তাকে সাধারণত মাতৃভাষা বলা হয় (উইকিপিডিয়া)।” প্রচলনের উপায় হিসেবে-পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, ম্যাগাজিন, ভাষা ব্যবহারের উপর জোর দেওয়া যেতে পারে। বর্তমান সরকার জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ক্ষুদ্রনৃগোষ্ঠীর মাতৃভাষা সংরক্ষণে এবং এর প্রসার সাধনের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে পাঠ্যপুস্তক প্রচলনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যা সত্যিই প্রশংসনীয়। এভাবেই ধর্ম-বর্ণ-জাতি ভেদাভেদ ভুলে এক হয়ে বঙ্গবন্ধুর আদর্শে এই দেশকে সোনার বাংলাদেশ করে গড়ে তোলা সম্ভব বলে আমি মনে করি। কারণ একটি দেশ তখনই ভালো থাকতে পারে যখন তার অভ্যন্তরীণ বিষয়সমূহ ভালো থাকে। তাই সকলের সার্বিক সহযোগিতায় পারে দেশ তথা জাতিকে উন্নয়নের পথে পরিচালিত করতে এবং জাতি সংঘবদ্ধ হলে তার ভাষা ও সংস্কৃতির সুগঠিত হবে, সংরক্ষিত হবে, ব্যাপকতা লাভ করবে এবং সুদূরপ্রসারি ভুমিকা পালন করবে।

পৃথিবীর অন্যতম সমৃদ্ধ, শ্রুতিমধুর ভাষার একটি বাংলা। বিশ্বের অনেক দেশেই বাংলা ভাষা-ভাষী মানুষের অবস্থান। তারা অনেক সময় নিজেদের মনের মাধুরী মিশিয়ে বাংলা ভাষা ব্যবহার করেন। আবার দেশের মধ্যেও বিভিন্ন অঞ্চলে বাংলা ভাষা বিভিন্ন ঢং এ উচ্চারিত হয়। পৃথিবীর সব দেশেই যার যার ভাষাতে আঞ্চলিকতার একটি প্রভাব আছে। বাংলাতেও এর ব্যতিক্রম নয়। বিভিন্ন অঞ্চলের বাংলা শব্দ বাংলা ভাষাকে আরো সমৃদ্ধ করবে। কিন্তু বাংলার সাথে অন্য ভাষার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে আমরা যখন জগাখিচুড়ি পাকাই তখন তা দুষণীয়। ভাষা বিবর্তনমূলক হলেও আমাদের সকলেরই উচিত ভাষার শুদ্ধতা বজায় রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করা। বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষা করতে আমাদের পূর্বপুরুষদের অনেকে প্রাণ দিয়েছেন। তাদের ও ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে হলেও আমাদেরকে শুদ্ধ ভাষার চর্চা করতে হবে। উচ্চশিক্ষা বা প্রয়োজনে আমাদেরকে অবশ্যই অন্য ভাষা শিখতে হবে কিন্তু অবশ্যই মাতৃভাষাকে অবজ্ঞা করে নয়। বর্তমানে বাংলাদেশে বাংলা ছাড়াও আরো ৫৪টি নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষা রয়েছে। যাদের মধ্যে কয়েকটি বিলুপ্তির পথে। মাতৃ ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে ভাষা সংরক্ষণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে সাথে ব্যক্তিদেরকে এককভাবে এগিয়ে আসতে হবে।

ফ্লোর ভাড়া হবে

ঢাকা ব্যাপ্টিষ্ট চার্চের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা নিবেন,
ভাড়া হবে: ৬ষ্ট তলা, পহেলা মার্চ ২০২২ থেকে।

ফ্লোর সাইজ: একটি বড় হল রুম (১২৩০ বর্গফুট)
একটি রুম (১২০ বর্গফুট) টয়লেটসহ অন্যান্য সুবিধা রয়েছে।

যাদের ভাড়া দেওয়া হবে: যেকোন খ্রিস্টিয়ান প্রতিষ্ঠান/এনজিও অফিস ইত্যাদি।

---:যোগাযোগের ঠিকানা:---

তিমন বিশ্বাস
সম্পাদক
ঢাকা ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ
মোবাইল: ০১৭১৩-৪৪৪২৮১
ই-মেইল: dbcsadarghat@gmail.com

ঢাকা ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ
২নং লিয়াকত এভিনিউ, সদরঘাট, ঢাকা-১১০০।

নিয়মিত কলাম

## সেদিনের গল্পকথা

**হিউর্বাট অরুণ রোজারিও**

# শহীদ আব্রাহাম মল্লিক

আমাদের স্বাধীনতা ও বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তীতে স্মরণ করছি সৈয়দপুরের শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্রাহাম মল্লিককে। ৫০ বছর একটি দেশের ইতিহাসে দীর্ঘ সময় না, তবে এই সময়েই আমরা ভুলে গিয়েছি যারা এই স্বাধীনতা আমাদের দিয়েছেন, নিঃস্বার্থ ভাবে দিয়েছেন আমাদের মুক্তি। তাদের শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি এই জয়ন্তীতে। যদি করোনা অতিমারি না থাকত তাহলে বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তী আরও জাঁকজমকের সাথে উদ্‌যাপিত হতো। তবে দুর্ভাগ্যের বিষয় আমরা শহীদ যোদ্ধাদের ভুলে যাচ্ছি। দেশে জৌলুষপূর্ণ অনুষ্ঠানটিতে শহীদদের প্রতি অন্তর থেকে কৃতজ্ঞতা ও ভালবাসা না জানিয়ে বড় বড় বক্তৃতা ও সমালোচনা করে তাদের ছোট করছি। এর জন্য আমাদের জীবন থেকে হারিয়ে যাচ্ছে একুশের চেতনা তথা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও তার তাৎপর্য। মুক্তিযুদ্ধের ঐক্য ও চেতনা ধরে রাখা যাচ্ছে না। সর্বোচ্চ ত্যাগের বিনিময়ে আমাদের আলোকিত করে গেছেন নিজেদের পুড়িয়ে। তাঁদের শ্রদ্ধা জানাই অন্তর থেকে। সৈয়দপুরের যুবক ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে ছিলেন একজন উদীয়মান সংগীত শিল্পী। তাঁর পিতা দ্বিজেন্দ্রলাল মল্লিক ছিলেন রেলওয়ের কর্মচারি। তিনি দারুণ তবলা বাজাতেন। ছেলেকে রাগপ্রধান গান শেখাতেন। দেশের উত্তরাঞ্চলে অনেক অনুষ্ঠানে, বাপ-বেটা সংগীত পরিবেশন করতেন, উত্তাল সময়ে তারা দেশের গান গাইতেন। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের বড়দিনে আব্রাহাম “ও আমার দেশের মাটি” গীতিনক্সা রংপুরে আয়োজন করে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। গান পরিবেশন কালে আব্রাহামের পকেটে শোভা পাচ্ছিল বঙ্গবন্ধুর ছবি। এতে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয় সেখানকার পাকিস্তানপন্থি বিহারি জনতা। পরিস্থিতি ভয়ানক রূপ ধারণ করে, কারণ আব্রাহাম ছিলেন কলেজের ছাত্রলীগের নেতা। পাকিস্তানী আমলে সৈয়দপুরে বাঙালি সংস্কৃতিচর্চা ছিল খুবই কঠিন ব্যাপার। অবাঙালিরা সংস্কৃতি কর্মিদের নানা ভাবে বিরক্ত করত। মুক্তিযুদ্ধ শুরুর সাথে সাথে পাকিস্তানি হানাদার সেনাদের ছত্রছায়ায় রাজাকার বাহিনী নৃশংসভাবে বাঙালিদের বাড়ীঘর লুটপাট করে আগুন লাগিয়ে দেয়। নিরীহ বাঙালিদের নির্যাতন করে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করে। মানুষ সৈয়দপুর থেকে পালাতে থাকে।

১৫ এপ্রিল পাকিস্তানী ঘাতক সৈন্য বাহিনী নতুন বাবু পাড়ার আব্রাহামদের বাড়ীটি ঘেড়াও করে। আব্রাহামের মা সরোজিনী মল্লিক ও মেজো ভাই যাকোবকে বেঁধে টানা হেচড়া করে মারতে মারতে বারান্দায় এনে বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে। আব্রাহাম প্রতিবেশির বাড়িতে কোনভাবে আত্মগোপন করেছিল। মা ও ভাই এর আর্তনাদ শুনে, আব্রাহাম একটি লোহার রড নিয়ে উন্মাদের মত বাড়িতে এসে বিহারিদের কবল থেকে মা এবং ভাইকে রক্ষার শেষ চেষ্টা চালান। সে প্রতিরোধ খুনিদের কাছে টিকতে পারেনি। ঘাতক সৈন্যরা আব্রাহামকে ঘিরে ফেলে। মারতে মারতে পুকুরপারে নিয়ে গিয়ে গুলি করে হত্যা করে।

১৬ এপ্রিল ছিল পহেলা বৈশাখ। ঐ দিনে বিহারিরা তাণ্ডব চালায়। বাঙালিদের দেখা মাত্র গুলি করে। আব্রাহামের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ হয় না। সৈয়দপুর শহরের শহীদদের স্মরণে নির্মিত “স্মৃতি আম্লান সৌধে” আব্রাহাম ও তার মা ও ভাই এর নাম লেখা আছে। সৈয়দপুরের রেলওয়ে পার্কের শহীদ স্মৃতিস্তম্ভেও তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে নাম লেখা আছে। তাঁরা স্বাধীনদেশ দেখে যেতে পারেনি তবে হানাদার বাহিনীরা মনে করেছিল বাঙালিরা আর কখনও মাথা উচু করে দাঁড়াতে পারবে না। ৯ মাসে হানাদার পাকিস্তানী সৈন্যদল বুঝতে পেরেছিল বাঙালিদের দাবিয়ে রাখতে পারবে না। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সকলেই বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করেছেন। ধর্ম নিরপেক্ষতা তাদের হৃদয়ে ধারণ করে। সে বিভক্তি ইংরেজরা আমাদের মধ্যে ঢুকাতে চেয়েছিল তা থেকে আমরা মুক্ত হলাম। তাই একটি অসাম্প্রদায়িক ধর্ম নিরপেক্ষ, বৈষম্য মুক্ত দেশই আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা॥

---

# অনিমেষের ডায়েরি

**হিমেল রোজারিও**

দীর্ঘ সতের বছর পরে পার্ক স্ট্রীটের একটি গলিতে নন্দিতার চোখ আটকে যায়। ভালোভাবে খেয়াল করে দেখে অনিমেষ। অনিমেষের চশমার গ্লাসটা আগের চেয়ে অনেক বেশি মোটা হয়ে গেছে। হাতে বাজারের ব্যাগ। মাথায় কাঁচা-পাঁকা চুল। দেখে মনে হচ্ছে বড্ড সংসারী হয়ে উঠেছে। কিন্তু কার সাথে সংসার করছে সেটা কিন্তু জানা হয়নি নন্দিতার। হয়তো অনিমেষও জানে না নন্দিতা কোথায় আছে কার সাথে সংসার পেতেছে।

যেদিন অনিমেষের সাথে নন্দিতার শেষ দেখা হয়েছিল সেদিন যদি একবার অনিমেষ নন্দিতার পথ আটকাতো এবং বলতো তুমি যেয়ো না তাহলে আজ কিন্তু দুজন একই সুতোয় গাঁথা থাকতো। সেদিন অজস্র স্বাধীনতার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিলো নন্দিতার জন্য অনিমেষ। কিন্তু সেই স্বাধীনতার ব্যবহার করতে পারেনি। নন্দিতা আজও সেই দিনের কথা মনে করে। যদি সব অভিমান ভেঙে আবার অনিমেষের কাছে ফিরে যেতাম তাহলে আমার অনিমেষকে অন্য কেউ পেতো না। অনিমেষ শুধু আমারই হয়ে থাকতো জন্ম-জন্মান্তরে। এখনো নন্দিতা স্বপ্ন দেখে পরের জন্মে অনিমেষ শুধু নন্দিতার হবে। এখনো বুকের মাঝে গুমড়ে ওঠে অনিমেষের কথা মনে হলে। মাঝে মাঝে মনে হয় সব অভিমান ভুলে গিয়ে অনিমেষকে বুকে জড়িয়ে ধরি। কপালের সাথে কপাল ঠেকিয়ে জিজ্ঞাসা করি, অনিমেষ কেমন আছো? সে কেমন আছে খুব জানতে ইচ্ছে করে। আবার মনে হয়ে অনিমেষ কি আমাকে আগের মতো ভালোবাসবে তো! বুকের মাঝে বিগত সতের বছর ধরে জমে রয়েছে কষ্টের পাহাড়। কেউ এই পাহাড়সম বেদনা সহভাগী হতে চাইবে না। এই ব্যথার একমাত্র যোগ্য সহভাগী অনিমেষ ছাড়া কেউ হতে পারবে না। কথাগুলো ভাবতে ভাবতে চোখের এক কোন ভিজে যায়। ভেজা চোখ মোছার জন্য টেবিলের উপর রাখা টিস্যুবক্স থেকে টিস্যু বের করতে গিয়ে দেখতে পায় অনিমেষের দেওয়া একটি ডায়েরি। তখন দুচোখ আবারো ঝাপসা হয়ে যায়।■

## ছোটদের আসর

# আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

### মাস্টার সুবল

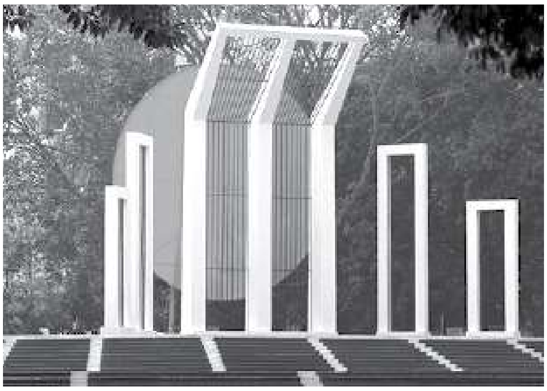

আমি আমার এ ক্ষুদ্র মনে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে মাতৃভাষা সম্বন্ধে অল্পকিছু বলতে চাই। কথাগুলো একেবারেই আমার নিজস্ব কল্পনারই ফল। আমার কথার সাথে অতি বুদ্ধিমানদের দ্বিমত থাকতে পারে। যদি আমার লেখার কথায় কোন ভুল থাকে তাহলে আমি সবার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।

আমার কাছে মাতৃভাষার প্রকৃত অর্থ, জন্মের পর শিশুকালে কথা বলার জন্য মা-জননীর কাছে যে ভাষা শিখি তা হলো মাতৃভাষা। বাংলাদেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে বিভিন্ন মাতৃভাষা আছে। কিন্তু আন্তর্জাতিকভাবে দেশের অর্থাৎ রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় ভাষাকেই আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। যেমন, বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা বাংলাকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। স্বীকৃতি দেওয়া ভাষায় দেশের জনগণের স্বীকৃতি থাকতে হবে। একটি দেশ বা রাষ্ট্রের যে কোন একটি ভাষাকে জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে গ্রহণ করা ঠিক হবে না। রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে গ্রহণ করতে অবশ্যই দেশের অর্ধেকের বেশী জনগণের স্বীকৃতি থাকা একান্ত প্রয়োজন।

**খ্রীষ্টিনা স্নেহা গমেজ**

৪র্থ শ্রেণি, হলিক্রস উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়

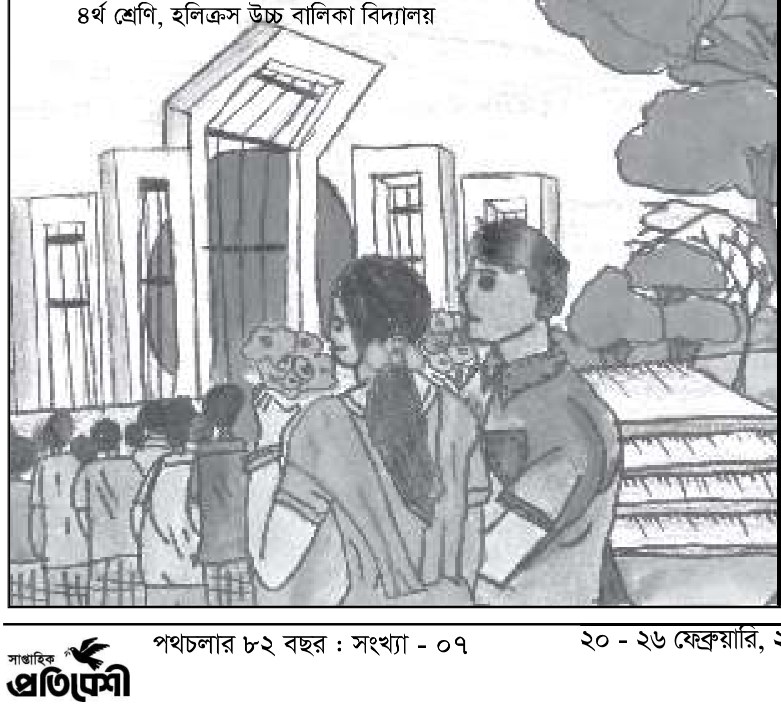

কেমন তোমার ছবি এঁকেছি!

## বসন্ত-কাহন

### প্রদীপ মার্সেল রোজারিও

সময়ের পরিবর্তনে রাজার বেশে বসন্তের আগমন,
প্রকৃতিতে আনে সুখ-জাগানিয়া নব-প্রাণের স্পন্দন।
অপরূপ সাজে সজ্জিত হাস্যোজ্জ্বল বৃক্ষ-রাজি,
কোকিলের কুহুতানে হৃদয় উচ্ছসিত,
বসন্ত এসেছে আজি।
বসন্তের রঙ দিকে দিকে ছড়ায় সৌন্দর্যের আগ্রাসন,
দখিনা মলয় ভালোবাসার ছোঁয়ায় হৃদয়ে জাগায় শিহরণ।
প্রকৃতির গায়ে নতুন পোশাক পড়ায় আলতো উষ্ণ বাতাস,
নীল রঙ মেখে উচ্ছাসে মাতে অনাবিল উদার আকাশ।
প্রকৃতিকে রাঙিয়ে গাছে গাছে উদ্বেলিত পলাশ-শিমুল,
নাম না জানা পাখির মিষ্টি সুরের মূর্চ্ছনায় প্রকৃতি মশগুল।
কচি পাতায় পাতায় আলোর নাচন, মনে দেয় দোলা,
ফুল ফোটবার পুলকে পুলকে হৃদয় দুয়ার খোলা।
বন-বনান্তে, কাননে কাননে কত না রঙের বাহার,
পাগলা হাওয়ার উত্তরীয় উড়িয়ে বসন্ত এসেছে আবার।
মায়াবী আলোর রেশমী চাদরে জড়ানো স্বপ্নীল আবেশ,
সবুজে সবুজে আর নীলিমার নীলে হাসে
রূপসী-বাংলাদেশ।।

## ভালোবাসার মানুষ

### জেসিকা লরেটো ডি' রোজারিও

যে মানুষকে ছাড়া বেঁচে থাকার কথা চিন্তাতেও আনা যায়না
যে শত অন্যায় শেষে মিশে থাকে চিরদিনের অভ্যেসে
তাকে কি নামে ডাকা যায়;
অভ্যেস, ভালোবাসা না কি ভীষণ রকমের দুর্বলতা?
মোহ? মায়া? মাদকতা?
কি নামে তাকে সম্বোধন করলে
এ আত্মা যে পরিতৃপ্ত হত
তা আমার অজানা।
আমি শুধু জানি তার সাথে
এক অনন্ত প্রেমের ইন্দ্রজালে আবদ্ধ আমি।
যে আমার সব অনুভূতিকে ছাপিয়ে গিয়ে
কেবলই উত্তর দিতে পারে।
যদি মৃত্যুই হয় শেষ,
তবে বেঁচে থাকা মানে কেবলই বিচ্ছেদ।
বেঁচে থাকার প্রয়াস যখন একজনকেই কেন্দ্র করে হয়
তখন তাকে কি নামে ডাকা যায়, জীবন?
ভালোবাসার মানুষ ছাড়া বেঁচে থাকা যায়না।
যদি জীবনকেও খুব তুচ্ছ মনে হতে থাকে তাকে ছাড়া
তবে কি কেবলই বেঁচে থাকতে হয় বলে এ বেঁচে থাকা?

# আলোচিত সংবাদ

## স্কুল-কলেজের ছুটি আর বাড়ছে না

ছুটির মেয়াদ দীর্ঘায়িত হওয়ার আশঙ্কায় দিন পার করা শিক্ষার্থী-অভিভাবকদের এবার স্বস্তির সময়। করোনার সংক্রমণ অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে চলে আসায় ২১ ফেব্রুযারির পর আর না বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে বিধি-নিষেধের সময়সীমা। আর এর মাধ্যমে শেষ হতে যাচ্ছে স্কুল-কলেজের ছুটিও। এমনই আভাস দিয়েছেন খোদ শিক্ষামন্ত্রী ডা: দীপু মনি। এমনকি স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেকও বলেছেন, করোনা সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে থাকায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলতে আর বাধা নেই। তবে এক্ষেত্রে নিশ্চিত করতে হবে স্বাস্থ্যবিধি।

## এইচ এস সিতে মেয়েরাই এগিয়ে

করোনা মহামারিকে সঙ্গে নিযেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২০২১ সালের এইচ এস সি ও সমমানের পরীক্ষা। সংক্ষিপ্ত সিলেবাসের পরীক্ষায় অংশ নেয়া ১৩ লাখ ৭১ হাজার৬৮১ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে পস করেছেন ১৩ লাখ ৬ হাজার ৭১৮ জন। পাসের হার ৯৫.২৬ শতাংশ। পাশের হারের আনুপাতিক দিক থেকে ছেলেদের চাইতে মেয়েরাই অনেকটা এগিয়ে, ছেলেদের পাসের হার ৯৪.৪৪ আর মেয়েদের পাসের হার ৯৬.৬৭ শতাংশ। এবার কৃতকার্যদের মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছেন মোট ১ লাখ ৮৯ হাজার ১৬৯ জন শিক্ষার্থী। করোনা মহামারীর কারণে ২০২০ সালে এইচএসসি এবং সমমানের পরীক্ষা হয়নি। ওই সময় অটোপাস দেয়া হয় শিক্ষার্থীদের। সে বছর জিপিএ-৫ পেয়েছিলেন ১ লাখ ৬১ হাজার ৮০৭ জন। এবার পাসের হারে সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছে যশোর শিক্ষাবোর্ড ; এ বোর্ডে মোট পাসের হার ৯৮.১১ শতাংশ এর পর যথাক্রমে- কুমিল্লা ৯৭.৪৯ শতাংশ, রাজশাহী ৯৭.২৯ শতাংশ, ঢাকা ৯২.২৫ শতাংশ, বরিশাল ৯৫.৭৬ শতাংশ, ময়মনসিংহ ৯৫.৭১ শতাংশ, সিলেট ৯৪.৮০ শতাংশ, দিনাজপুর ৯২.৪৩ শতাংশ, চট্টগ্রাম ৮৯.৩৯ শতাংশ, মাদ্রাসা ৯৫.৪৯ শতাংশ, কারিগরি ৯২.৮৫ শতাংশ

## মুখ দিয়ে লিখে জোবায়েরের তাক লাগানো ফল

হাত-পা অকেজো থাকাতে দাঁড়াতে পর্যন্ত পারেনা মিঠাপুকুরের জোবায়ের হোসেন উজ্জ্বল। শারীরিক এই প্রতিবন্ধকতাও দমাতে পারেনি তাকে। এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় মুখ দিয়ে লিখে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছেন। ৪.৫৮ পয়েন্ট নিয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে কৃতকার্য হয়েছেন। মিঠাপুকুর উপজেলার বালারহাট আদর্শ মহাবিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগ থেকে পরীক্ষায় অংশ নেন যুবায়ের। ভবিষ্যতে একজন কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার স্বপ্ন দেখেন তিনি। উজ্জ্বল বালারহাট ইউনিয়নের হযরতপুর গ্রামের দরিদ্র কৃষক জাহিদ সরোয়ারের ছেলে। জন্মগতভাবে শারীরিক প্রতিবন্ধকতায় বেড়ে উঠেন, নিজ বিছানাকে শ্রেণিকক্ষ বানিয়ে মুখে কাঠি নিয়ে বই এর পৃষ্ঠা উল্টিয়ে চলত পড়াশোনা। মুখ দিয়ে মোবাইলে অনলাইন ক্লাসও করতেন। শুধু তা-ই নয় মুখে কাঠি নিয়ে কি-বোর্ডে আচড় ফেলে কম্পিউটারে টাইপ করতেন।

## মাস জুড়েই বইমেলা

করোনা মহামারির বন্দিজীবন কাটিয়ে বই উৎসবে মেতে ওঠার উপলক্ষ্য এনে দিয়েছে বইমেলা। সামনের একটি মাস মানুষ বইয়ের আনন্দের মধ্যে থাকবে। বইমেলা ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্তই হবে, এমন সিদ্ধান্তই ছিলো। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বইমেলার উদ্বোধনী ভাষণে মেলার সময় এক মাস করার নির্দেশ দেন। একই সঙ্গে এটা ১৭ মার্চ পর্যন্ত করা যায় কি না, তা মেলা কর্তৃপক্ষকে আলোচনা করে ঠিক করার নির্দেশনাও দেন। প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণায় প্রকাশকদের আনন্দের সীমা নেই। এ ঘোষণায় খুশি লেখক-পাঠকরাও। বইমেলা যে শেষ পর্যন্ত মাঠে গড়াল সেই আনন্দই মেলায় আসা দর্শকদের মধ্যে। আমাদের সবার মধ্যেই। মেলা হবে কি হবে না-এ নিয়ে যে আশা-নিরাশার দোলাচাল ছিল সেটা কেটে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধনের মধ্যদিয়ে দুয়ার খুলল অমর একুশে বইমেলার। আঁধার নামতেই আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল স্বাধীনতা স্তম্ভ। ভাষাশহীদদের স্মরণে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্বাধীনতা স্তম্ভের উজ্জ্বল আলো ভিন্ন দ্যোতনা ছড়িয়ে দিল বইমেলা প্রাঙ্গণে, মানুষের মনে। বাঙালির জীবনে আবারও ফিরে এলো নতুন বইয়ের গন্ধ জড়ানো মাদকতাময় মাস। শুরু হলো বাঙালির প্রাণের মেলা 'অমর একুশে বইমেলা ২০২২'। স্বাধীনতা স্তম্ভের তিন পাশের বিশাল এলাকা জুড়ে বইমেলার চৌহদ্দি; মেলা এখনও জমে ওঠেনি। করোনা মহামারির সারা বছর ধরেই ঘরে বসে রয়েছে প্রকাশক ও বই প্রকাশনা সংশ্লিষ্ট সবাই। তাই পুস্তক প্রকাশনা জগতের সবারই প্রত্যাশা ছিল যখন যেভাবেই হোক, বইমেলা যেন হয়। করোনা পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভঅবিক হয়ে আসায় বইমেলা করার সম্মাতি দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা॥

## ভূমি সেবায় যুক্ত হচ্ছেন আরো ১২১৯ জন

তৃণমূলে ভূমি সেবা নিশ্চিত করতে নানামুখী পদক্ষেপ নিচ্ছে ভূমি মন্ত্রণালয়। অনলাইনে নামজারি ইতিমধ্যে কার্যকর হয়েছে। নামজারি-সম্পর্কিত বিভিন্ন ধাপে ধাপে সেবাগ্রহীতাকে ক্ষুদে বার্তা প্রদানের প্রক্রিয়া চলছে। জনবলসংকট দূর করতে দীর্ঘদিনের আইনি জটিলতা নিরসন করে নিয়োগ ও পদোন্নতি কার্যক্রম এখন শেষ পর্যায়ে। এ বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সচিব মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, শূন্য পদ পূরণের ক্ষেত্রে নানা জটিলতা অবসান করেই ভূমি অফিসের জনসেবা নিশ্চিত করতে কাজ করছে মন্ত্রণালয়। ১ হাজার ২১৯ জন ৩৮ তম বিসিএস থেকে নিয়োগের সুপারিশ করার জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। এছাড়া অনলাইনে নামজারির ক্ষেত্রে আবেদন গৃহীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবেদনকারীর কাছে মোবাইল ফোনে বার্তা যাবে। তদন্তের সময় জানিয়ে, শুনানি, চূড়ান্ত নামজারির আগে আবেদনের অবস্থান জানিয়ে এবং চূড়ান্ত নামজারি হওয়ার পরেও বার্তার মাধ্যমে সেবাগ্রহীতাকে বিষয়টি জানানো হবে। এর মাধ্যমে সেবাগ্রহীতাদের কষ্ট লাঘব হবে পাশাপাশি দুর্নীতি পুরোপুরি বন্ধ হবে।

**ভূমি নামজারি এখন অনলাইনে:** অনলাইনেই এখন জমির ই-নামজারি ফি পরিশোধ করা যাচ্ছে। একই সঙ্গে অনলাইনে ফি পরিশোধ করলেই দেওয়া হয় কিউআর কোডযুক্ত (কুইক রেসপন্স কোড) অনলইন ডিসিআর (ডুপ্লিকেট কার্বন রিসিপ্ট)। এই ডিসিআর ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে দেওয়া বা বিজি প্রেস থেকে ছাপানো ডিসিআরের মতো ব্যবহার করা যাবে। ভূমি কর ছাড়া অন্যান্য সরকারি পাওনা আদায় করার পর যে নির্ধারিত ফরমে রসিদ দেওয়া হয় তাকে ডিসিআর বলে।

|  | তারিখ | ২৪ ঘন্টায় নমুনা পরীক্ষা | ২৪ ঘন্টায় আক্রান্ত | আক্রান্তের হার | ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু | ২৪ ঘন্টায় সুস্থ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| করোনা পরিস্থিতির আপডেট | ১২/০২/২০২২ | ৩০৪৪৮ | ৫০২৩ | ১৬.৫০ | ২০ | ৮৮২১ |
|  | ১৩/০২/২০২২ | ৩২০০০ | ৪৮৩৮ | ১৪৮৫ | ২৮ | ১৩৮৫৩ |
|  | ১৪/০২/২০২২ | ৩৪৬৮৪ | ৪৬২৯ | ১৩.৫৩ | ১৯ | ১৩২৩৭ |
|  | ১৫/০২/২০২২ | ৩৪৪৫৮ | ৪৭৪৬ | ১৩৭৭ | ৩৪ | ১১৪১৭ |

একসঙ্গে পথচলি। পর্বীয় খ্রিস্টযাগের পরে মহামান্য কার্ডিনাল মহোদয়কে তাঁর যাজকীয় জীবনের পঞ্চাশ বছরের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে মহাখালী খ্রিস্টভক্তদের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা ও শুভেচ্ছা জানানো হয়। একই সাথে মহাখালীতে বিগত দুই বছর পালকীয় সেবা দায়িত্ব পালনের জন্য ফাদার কল্লোল লরেন্স রোজারিও কে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়। নয়দিনের নভেনায় এবং পর্বীয় খ্রিস্টযাগে বিভিন্ন ভাবে সাহায্য-সহযোগিতা এবং অংশগ্রহণের জন্য তেজগাঁও ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার সুব্রত বনিফাস গমেজ সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

# মহাখালী গির্জার প্রতিপালিকা লূর্দের রাণীর পার্বণ উদ্‌যাপন

লূর্দের রাণী গীর্জার পর্ব উপলক্ষে
সংবর্ধনা

**ফাদার ফিলিপ তুষার গমেজ:** বিগত ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রিস্টবর্ষ, শুক্রবার, মহাখালী গির্জার প্রতিপালিকা লূর্দের রাণীর পার্বণ মহাসমারোহে উদ্‌যাপন করা হয়। আধ্যাত্মিক প্রস্তুতিস্বরূপ নয়দিনব্যাপী নভেনা ও জপমালা প্রার্থনা করা হয়। পর্বীয় খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি। খ্রিস্টযাগের প্রারম্ভেই লূর্দের রাণীর গুণকীর্তন করে নয়টি মোমবাতি প্রজ্বলন করা হয়। পবিত্র খ্রিস্টযাগের উপদেশে মহামান্য কার্ডিনাল মহোদয় বলেন, লূর্দের রাণীর মা-মারীয়া নিরাময়কারী। তিনি আমাদের আরোগ্যদায়ী। আমাদের সকল প্রার্থনা মায়ের মধ্যস্থতায় ঈশ্বরের নিকট নিবেদন করি। আমরা যেন তাঁর ভালোবাসার আশ্রয়ে থাকি এবং আমরাও যেন মণ্ডলীতে

# রাঙ্গামাটিয়া যীশু হৃদয়ের ধর্মপল্লীতে পবিত্র হস্তার্পণ সংস্কার প্রদান

**ফাদার জুয়েল ডমিনিক কস্তা:** গত ২৩ জানুয়ারি ২০২২ খ্রিস্টাব্দ রোজ রবিবার পবিত্র খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে রাঙ্গামাটিয়া যীশুর পবিত্র হৃদয়ের ধর্মপল্লীতে ৫৩ জন ছেলে-মেয়েকে হস্তার্পণ সংস্কার প্রদান করা হয়। পবিত্র খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন আর্চবিশপ বিজয় এন ডি' ক্রুজ ওএমআই। ভক্তি ও ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণভাবে শোভাযাত্রা করে প্রার্থীদের নিয়ে গির্জাঘরে প্রবেশ করা হয়। পবিত্র খ্রিস্টযাগে বিশপ মহোদয় প্রার্থীদের উদ্দেশে বলেন, হস্তার্পণ সাক্রামেন্তের মধ্যদিয়ে তোমরা পবিত্র আত্মাকে তোমাদের জীবনে পুনরায় গ্রহণ করতে যাচ্ছ। পবিত্র আত্মার দান ও ফল সমন্ধে তোমরা আরো বেশি সচেতন হবে এগুলো তোমাদের দৈনন্দিন জীবনাচরনের মধ্যদিয়ে আরো বেশি বেশি প্রকাশ করবে। খ্রিস্টযাগ শেষে পাল-পুরোহিত ফাদার খোকন ভিনসেন্ট গমেজ আর্চবিশপসহ সকলকে বিশেষ ধন্যবাদ জানান এবং হস্তার্পণ সংস্কার গ্রহণকারী প্রার্থীদের হাতে সার্টিফিকেট, রোজারিমালা ও সাধু-সাধ্বীদের পুস্তিকা উপহার হিসেবে প্রদান করেন।

# ভাওয়াল আঞ্চলিক পরিষদের সভা

**ফাদার সাগর জেমস্ ক্রুশ:** গত ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার নাগরী ধর্মপ্লীতে ভাওয়াল আঞ্চলিক পালকীয় পরিষদের সভা আনুষ্ঠিত হয়। সকাল ৯:৩০ মিনিটে ফাদার রিপন আন্তনী রোজারিও প্রার্থনার মধ্যদিয়ে সভা শুরু করেন। উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপের প্রতিনিধি ঢাকার ভিকার জেনারেল ফাদার গাব্রিয়েল কোড়াইয়াসহ ভাওয়াল অঞ্চলে কর্মরত ১৩ জন ফাদার, একজন ব্রাদার, ৮ জন সিস্টার এবং ২১ জন খ্রিস্টভক্ত ও ভাওয়াল যুব প্রতিনিধি। শুরুতে ভাওয়াল আঞ্চলিক পালকীয় পরিষদের সভাপতি ফাদার জয়ন্ত গমেজ ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের ভিকার জেনারেল

ফাদার গাব্রিয়েল কোড়াইয়া এবং সেই সাথে নতুন ফাদারদের ও সকলকে স্বাগত জানিয়ে মূল আলোচনা শুরু করেন। সভায় ভাওয়াল অঞ্চলের ধর্মপল্লীতে বেশ কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ফাদার গাব্রিয়েল কোড়াইয়া মহাধর্মপ্রদেশের সিনডাল মণ্ডলীর কর্মপরিকল্পনা-মিলন, অংশগ্রহণ এবং প্রেরণ দায়িত্বের অর্থ তুলে ধরেন এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে কি কি করণীয় তা ব্যাখ্যা করেন।

পরিশেষে সভাপতি ফাদার জয়ন্ত গমেজ সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে  দূত সংবাদ প্রার্থনার মধ্যদিয়ে সভা সমাপ্ত করেন।

---

# মানব পাচারের বিরুদ্ধে সচেতনতা দিবস এবং সাধ্বী যোসেফিন বাখিতার পর্ব উদ্‌যাপন

**সিস্টার মেরী মিতালী এসএমআরএ:** বিগত ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ খ্রিস্টবর্ষ, বটমলী হোম অর্ফানেজের শিশু-কিশোরদেরকে নিয়ে ৮ম আন্তর্জাতিক প্রার্থনা এবং মানব পাচারের বিরুদ্ধে সচেতনতা দিবস এবং সাধ্বী যোসেফিন বাখিতার পর্ব ও মানব পাচার মুক্তি দিবস পালন করা হয়। এর মূলসুর ছিল "নারীর ক্ষমতায়ন, অর্থনীতির অগ্রযাত্রা ও মানবপাচার দমন-ই উন্নয়নের চালিকা শক্তি।" এদিনে বিকাল ৪ টা থেকে ৫ টা পর্যন্ত ছিল অংকন প্রতিযোগিতা। ৫:১৫-৬:০০ পর্যন্ত সাধ্বী যোসেফিন বাখিতার জীবনী ছাত্রীদের কাছে তুলে ধরা হয়। সন্ধ্যা ৬ টা থেকে ৭টা  পর্যন্ত ছিল পাচারকৃত ভাইবোনদের জন্য বিশেষ প্রার্থনা। সিস্টার আন্না মারীয়া এসএমআরএ ও সিস্টার মিতালী এসএমআরএ আরও দু'জন ছাত্রীবোনকে নিয়ে এই প্রার্থনা পরিচালনা করেন। সর্বমোট অংশগ্রহণকারী ছিলো মোট ১৭০ জন।

৮ম আন্তর্জাতিক প্রার্থনা
এবং মানব পাচারের বিরুদ্ধে
সচেতনতা দিবস
তালিথা কুম বাংলাদেশ
Talitha Kum Bangladesh

এই একই উদ্দেশে আমাদের  প্রায় প্রত্যেকটি ধর্মপ্রদেশেই পোপ মহোদয়ের সাথে একাত্ম হয়ে পাচারকৃত ভাইবোনদের মুক্তির জন্য প্রার্থনা করা হয়। এসএমআরএ সিস্টারগণও মেরী হাউজে বিশেষ খ্রিস্টযাগের মাধ্যমে এই ৮ম আন্তর্জাতিক প্রার্থনা এবং মানব পাচারের বিরুদ্ধে সচেতনতা দিবস এবং সাধ্বী যোসেফিন বাকিতার পর্ব-মানব পাচার মুক্তি দিবস উদ্‌যাপন করে। পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ড. ফাদার লিটন হিউবার্ট গমেজ সিএসসি। এই বিশেষ খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করে জাগরণী, বটমলী হোম ও মেরী হাউজ পরিবারের সিস্টার ও এ্যাসপাইরেন্টসহ সর্বমোট ৬৫ জন।

---

# রাঙ্গামাটিয়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর নব নির্বাচিত ব্যবস্থাপনা পরিষদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** বিগত ২১ জানুয়ারি, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ, সন্ধ্যা ৬ টায় রাঙ্গামাটিয়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর নব নির্বাচিত ব্যবস্থাপনা পরিষদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান সমিতির প্রধান কার্যালয় 'আগ্নেশ ভবন'-এ আমন্ত্রিত সদস্য/সদস্যা ও অতিথিদের অংশগ্রহণে উদ্বোধনী প্রার্থনা ও নৃত্যের মাধ্যমে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। অত্র ক্রেডিট ইউনিয়নের সেক্রেটারী হিল্টন রোজারিওর সঞ্চালনায় সভাপতিত্ব করেন সমিতির চেয়ারম্যান প্রবীন ডমিনিক কস্তা এবং প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন দি মেট্রোপলিটান খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ এর চেয়ারম্যান আগষ্টিন পিউরীফিকেশন।

শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন,'ক্রেডিট ইউনিয়নে সবার অংশগ্রহণ থাকতে হবে ও সমবায়ী মনোভাব গড়ে তুলতে হবে। শুধুমাত্র আর্থ-সামাজিক উন্নয়নই নয়, সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রেই মানুষের কল্যাণে ক্রেডিট ইউনিয়ন অবদান রাখতে পারে। আমাদের ক্রেডিট ইউনিয়নগুলোতে ঋণখেলাপী দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। ঋণখেলাপী কিভাবে কমানো যায়, সে দিকে আমাদের সবাইকে বিশেষ নজর দিতে হবে। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে শপথ বাক্য পাঠ করান প্রধান অতিথি আগষ্টিন পিউরীফিকেশন ও গেস্ট অব অনার হিসাবে রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লীর সহকারী পাল-পুরোহিত জুয়েল কস্তা নব-নির্বাচিত ব্যবস্থাপনা পরিষদের সদস্যদের উত্তরীয় পরিধান ও আশীর্বাদের মাধ্যমে মোমবাতি প্রজ্বলন করেন এবং সার্বিক সহযোগিতা করেন বিশেষ অতিথি শংকর প্যাট্রিক কস্তা।

অনুষ্ঠানে সম্মানিত উপদেষ্টাবৃন্দ, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ ও আমন্ত্রিত সদস্য/সদস্যাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

# শান্তি মহাশান্তি মাঝে তুমি আছ

## প্রয়াত রাফায়েল বনাভেঞ্চার রড্রিগস (ববি)

**জন্ম: ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ**
**মৃত্যু: ১৪ জানুয়ারি, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ**
**৭/২, তেজকুনীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা**

'সাঁঝের পাখিরা ফিরিলো কুলায়
তুমি ফিরিলে না ঘরে
আঁধার ভবন জ্বলেনি প্রদীপ,
মন যে কেমন করে।'

অনেক বেদনা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জানাচ্ছি যে, আমাদের অতি আদরের, সবার প্রিয় মানুষ গীটারবাদক রাফায়েল বনাভেঞ্চার রড্রিগস, যার ডাক নাম ছিল 'ববি' বিগত ১৪ জানুয়ারি ২০২২ খ্রিস্টাব্দ, শুক্রবার সন্ধ্যা ৭:৪৮ মিনিটে, গ্রীনরোডস্থ SIBL Foundation Hospital-এ ICU- তে অসহ্য মৃত্যু যন্ত্রণার সাথে যুদ্ধ করে ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিয়ে পরপাড়ে চলে গেছে। ববি ছিল স্বর্গীয় লেনার্ড রড্রিগস ও স্বর্গীয়া এডনা রড্রিগস- এর চার সন্তানের মধ্যে সবচেয়ে ছোট সন্তান।

বুকে অনেক কষ্ট নিয়ে, বেদনাভরা মন নিয়ে সকলকে অসহায়ভাবে রেখে তুমি চলে গেছো স্বর্গধামে। অনেক চাপা ব্যথা গোপন করে সবার সাথে হাসিমুখে কথা বলেছো। ডায়ালাইসিস চলাকালীন সময়ে বিছানায় শুয়ে চার ঘন্টা অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করেছো দীর্ঘ ছয়টি বছর। তোমার প্রিয় SIBL Foundation Hospital-এ, ডাক্তার, নার্সসহ সকলে তোমাকে সেবা দেয়ার জন্য নিরলস পরিশ্রম করেছে। তাদের ভালোবাসা ও সেবাযত্ন পেয়ে তুমি বাসায় আসতে চাইতে না, আরও কিছুটা সময় হাসপাতালে থাকতে ইচ্ছা প্রকাশ করতে। সুরের ভুবনে তোমার গেয়ে যাওয়া অসংখ্য গানগুলোর মধ্যে - 'এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে, আজ এই দিনটাকে, আমার স্বপ্ন তুমি ওগো চিরদিনের সাথী' এই গানগুলো শুনে সকলে কেঁদেছে। তোমাকে সুস্থ করার জন্য অসংখ্য আত্মীয়-স্বজনসহ প্রিয় বন্ধুরা, তোমার প্রিয় স্যার শ্রদ্ধেয় সুজিত মোস্তফা ও প্রিয় মুনমুন ভাবী আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। তোমার রেখে যাওয়া হারমোনিয়াম, গীটার, গানের বই, ডায়েরী সবই পড়ে থাকবে, কিন্তু তোমাকে যে আর কোনদিন ফিরে পাবো না এসব ভাবতেই হৃদয়টা ব্যথায় দুমড়ে কেঁদে ওঠে।

আজ আমরা ববি রড্রিগসকে হারিয়ে নিস্তব্ধ, শোকার্ত ববির দীর্ঘ ছয় বছর ডায়ালাইসিস চলাকালীন দিনগুলোতে যারা তাকে ভালোবেসে আর্থিকভাবে এবং অসুস্থকালীন সময় হতে হাসপাতালে ও মৃত্যুপরবর্তী সময়ে যারা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করেছেন, প্রার্থনা করেছেন, সমবেদনা, সান্ত্বনাবাণী শুনিয়েছেন সকলের প্রতি আমাদের রড্রিগস পরিবারের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। প্রার্থনা করি, করুণাময় ঈশ্বর যেন তাঁর এই প্রিয় সন্তানকে স্বর্গে অনন্তশান্তি দান করেন।

**শোকার্ত পরিবারের পক্ষে—**

স্ত্রী : মেরী আইলিন গোমেজ (শিল্পী)
মেয়ে : ফ্রান্সিসকা অর্চি রড্রিগস
বড় ভাই: টুটুল রড্রিগস
বৌদি : ঝিনা কস্তা
ভাইঝি : অনামিকা ও অপরাজিতা

বিজ্ঞ/৬০/২০২২

বর্ষ ৮২ ❖ সংখ্যা - ০৭
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 07

বর্ষ ৮২ ❖ সংখ্যা - ০৭
Regd. No. DA-33
❖ 20 - 26 February, 2022, ৭ - ১৩ ফাল্গুন, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

## পাওয়া যাচ্ছে পাওয়া যাচ্ছে পাওয়া যাচ্ছে

ভস্ম থেকে পুনরুত্থান
তপস্যাকালীন ধ্যান
জীবন-চরিত

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি রচিত 'ভস্ম থেকে পুনরুত্থান' একটি ধ্যানমূলক পুস্তিকা। সম্প্রতি তা প্রকাশিত হয়েছে। তপস্যাকালে আধ্যাত্মিক পথচলায় অন্যতম সহায়ক হতে পারে এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাটি। শেষ হয়ে যাবার আগে আজই সংগ্রহ করুন আপনার কপিটি।

এছাড়াও কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি'র 'জীবন চরিত' গ্রন্থটিও পাওয়া যাচ্ছে।

**বইটির প্রাপ্তিস্থান: প্রতিবেশী'র সকল বিক্রয় কেন্দ্র
ও সিবিসিবি সেন্টার, মোহাম্মদপুর, ঢাকা**

১। প্রতিবেশী প্রকাশনী
খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন: ৭১১৩৮৮৫

১। তেজগাঁও শাখা
প্রতিবেশী প্রকাশনী
জপমালা রাণীর গির্জা
তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫

৩। মোহাম্মদপুর শাখা
প্রতিবেশী প্রকাশনী
সিবিসিবি সেন্টার
২৪/সি আসাদ এভিনিউ
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

৩। নাগরী শাখা
প্রতিবেশী প্রকাশনী
নাগরী শাখা
সাধু আন্তনী তীর্থস্থা সংলগ্ন
পাঞ্জরা, গাজীপুর-১৪৬৩

আপনার বইটি আজই সংগ্রহ করুন।

---

## পাওয়া যাচ্ছে পাওয়া যাচ্ছে পাওয়া যাচ্ছে

অতি আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, সুপরিচিত লেখক ফাদার বিকাশ কুজুর, সিএসসি এর প্রথম বই 'সলতে' প্রকাশিত হয়েছে। বইটিতে স্থান পেয়েছে বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকা ও ম্যাগাজিনে প্রকাশিত লেখাগুলোর মধ্য থেকে বাছাইকৃত ৭৫টি লেখা। বইটি আপনার আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধি বৃত্তিক উৎকর্ষতার অন্যতম মাধ্যম হয়ে উঠতে পারে। আপনার কপিটি আজই সংগ্রহ করুন।

সলতে
ফাদার বিকাশ কুজুর, সিএসসি

**বইটির প্রাপ্তিস্থান: প্রতিবেশী'র সকল বিক্রয় কেন্দ্র
ও মরো হাউজ (রামপুরা)**

১। প্রতিবেশী প্রকাশনী
খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন: ৭১১৩৮৮৫

১। তেজগাঁও শাখা
প্রতিবেশী প্রকাশনী
জপমালা রাণীর গির্জা
তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫

৩। মোহাম্মদপুর শাখা
প্রতিবেশী প্রকাশনী
সিবিসিবি সেন্টার
২৪/সি আসাদ এভিনিউ
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

৩। নাগরী শাখা
প্রতিবেশী প্রকাশনী
নাগরী শাখা
সাধু আন্তনী তীর্থস্থা সংলগ্ন
পাঞ্জরা, গাজীপুর-১৪৬৩

আপনার বইটি আজই সংগ্রহ করুন।

---

# প্রতিবেশী'র ইস্টার সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দিন

আপনার প্রিয় সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী' আসন্ন ইস্টার সানডে উপলক্ষে জ্ঞানগর্ভ, অর্থপূর্ণ ও আকর্ষণীয় সাজে সজ্জিত হয়ে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। সম্মানিত পাঠক, লেখক লেখিকা ও সুধী, আসন্ন ইস্টার সানডে উপলক্ষে আপনি কি প্রিয়জনকে শুভেচ্ছা জানাতে চান কিংবা আপনার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিতে চান? এবারও ভিতরের পাতায় রঙিন বিজ্ঞাপন ছাপার সুযোগ রয়েছে। তবে আর দেরী কেন? আজই যোগাযোগ করুন।

## ইস্টার সানডে'র বিশেষ বিজ্ঞাপন হার

| | | |
|---|---|---|
| শেষ কভার পূর্ণ পৃষ্ঠা (৪ রঙা) | = | ২৫,০০০ টাকা |
| প্রথম কভার ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা (৪ রঙা) | = | ১৫,০০০ টাকা |
| শেষ কভার ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা (৪ রঙা) | = | ১৫,০০০ টাকা |
| ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা রঙিন | = | ১০,০০০ টাকা |
| ভিতরে অর্ধেক পৃষ্ঠা রঙিন | = | ৬,০০০ টাকা |
| ভিতরে এক চতুর্থাংশ রঙিন | = | ৩,০০০ টাকা |
| ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা সাদাকালো | = | ৭,০০০ টাকা |
| ভিতরে অর্ধেক পৃষ্ঠা সাদাকালো | = | ৪,০০০ টাকা |
| ভিতরে এক চতুর্থাংশ সাদাকালো | = | ২,৫০০ টাকা |

**যোগাযোগ করুন –** বিজ্ঞাপন ও সার্কুলেশন বিভাগ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫, মোবাইল : ০১৭৯৮-৫১৩০৪২ (বিকাশ)

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org